

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ২২, ২০২৪

[ বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ ]

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ  
ই-১২/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ০৯ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং-৯০-আইন/২০২৪।—বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ৬৯, ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৬) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়  
প্রারম্ভিক

১। শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।—(১) এই প্রবিধানমালা নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা প্রবিধানমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃক তফসিল ১ এ উল্লিখিত নিউক্লীয় পদার্থসমূহের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার, মালিকানা, দখল, পুনঃপ্রক্রিয়া, স্থানান্তর, পরিচালনা বা সংরক্ষণকালে তৎসংশ্লিষ্ট নিউক্লীয় পদার্থসমূহ, তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ ও নিউক্লীয় স্থাপনাসমূহের সকল পর্যায়ে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(১৭৮৬৯)

মূল্য : টাকা ৪০.০০

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

- (১) “অননুমোদিত অপসারণ (unauthorized removal)” অর্থ নিউক্লীয় পদার্থ বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের চুরি বা অন্যান্য বেআইনি গ্রহণ বা অপসারণ;
- (২) “অননুমোদিত কাজ (unauthorized act)” অর্থ নিউক্লীয় পদার্থ বা তৎসংশ্লিষ্ট স্থাপনা ও কার্যক্রমসমূহে (activities) নিউক্লীয় পদার্থের অননুমোদিত অপসারণ, অন্তর্ঘাত, অননুমোদিত প্রবেশ, নিষিদ্ধ পণ্য পরিবহন, ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল এবং কারিগরি ব্যবস্থা (engineering and technical means of physical protection) এর কার্যকারিতা নিষ্ক্রিয় বা বিশৃঙ্খল করা বা করিবার প্রচেষ্টা;
- (৩) “অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি (authorization holder)” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি;
- (৪) “অনুপ্রবেশ (intrusion)” অর্থ চুরি, অন্তর্ঘাত বা অসং উদ্দেশ্যে নিউক্লীয় স্থাপনায় বা নিউক্লীয় পদার্থ নিয়ে কাজ করা হয় এইরূপ কোনো স্থানে অননুমোদিত প্রবেশ;
- (৫) “অন্তর্ঘাত (sabotage)” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৩) এ সংজ্ঞায়িত অন্তর্ঘাত;
- (৬) “অন্তর্ঘাতের-লক্ষ্যবস্তু (sabotage-target)” অর্থ নিউক্লীয় স্থাপনা ও উহার জনবল, সিস্টেম, সরঞ্জাম, যন্ত্রাদিসহ (devices) নিউক্লীয় পদার্থ এবং উহার ব্যবহার ও সংরক্ষণের এলাকাসমূহ যাহাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত নাশকতা অন্তর্ঘাত সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অথবা নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জন্মুরি অবস্থার দিকে ধাবিত করিতে পারে;
- (৭) “অপরিহার্য এলাকা (vital area)” অর্থ সুরক্ষিত এলাকার ভিতরের একটি এলাকা যেখানে সরঞ্জাম, সিস্টেম বা যন্ত্রাদি (devices) বা নিউক্লীয় পদার্থ রহিয়াছে, যাহার অন্তর্ঘাত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উচ্চ তেজস্ক্রিয়তার পরিণতির দিকে ধাবিত করিতে পারে;
- (৮) “অপারেটর” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৪০) এ সংজ্ঞায়িত বিদেশী অপারেটর বা অপারেটর (overseas operator or operator);
- (৯) “অভ্যন্তরীণ-দুষ্কৃতকারী (insider)” অর্থ নিউক্লীয় স্থাপনায় বা নিউক্লীয় পদার্থের পরিবহনে অননুমোদিত প্রবেশাধিকার (access) রহিয়াছে এইরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তি যাহারা অননুমোদিত অপসারণ বা অন্তর্ঘাতের চেষ্টা করিতে পারে অথবা কোনো বহিরাগত দুষ্কৃতকারীকে উক্ত কাজে সহায়তা করিতে পারে;
- (১০) “অরক্ষিত-অবস্থা (vulnerability)” অর্থ কোন সত্তা, সম্পত্তি, সিস্টেম, নেটওয়ার্ক, স্থাপনা, কর্মকান্ড বা ভৌগলিক এলাকার ভৌত অবস্থা বা পরিচালনার বৈশিষ্ট্য যাহা উহাকে অপব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে বা নির্দিষ্ট কোন হুমকির প্রতি সংবেদনশীল করিয়া তোলে;

- (১১) “অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ (vulnerability analysis)” অর্থ হুমকি মূল্যায়ন ও ডিজাইন বেসিস শ্রেণীর ভিত্তিতে নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনা সংশ্লিষ্ট অননুমোদিত কাজসমূহ সংগঠিত হইবার সম্ভাব্য দিকসমূহ এবং অরক্ষিত-অবস্থাসমূহ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহ নির্ণয় করিবার একটি প্রক্রিয়া;
- (১২) “আইন” অর্থ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৯ নং আইন);
- (১৩) “আপদকালীন পরিকল্পনা (contingency plan)” অর্থ অননুমোদিত অপসারণ বা অন্তর্গত সংক্রান্ত অননুমোদিত কাজসমূহ এবং উহাদের হুমকিসমূহ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করিবার জন্য পূর্বনির্ধারিত সাড়াদান পরিকল্পনা;
- (১৪) “কম্পিউটার নির্ভর ব্যবস্থা (computer-based systems)” অর্থ এইরূপ ভৌত বা ভার্চুয়াল প্রযুক্তি যাহা ডিজিটাল তথ্য তৈরি, প্রক্রিয়া, গণনা, আদান-প্রদান, সংরক্ষণ বা ডিজিটাল তথ্য অনুমতি প্রদান অথবা এই জাতীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ সম্পাদন, সরবরাহ বা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, যেমন-ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট এবং যেকোনো ব্যক্তিগত কম্পিউটার, স্মার্টফোন, মেইনফ্রেম কম্পিউটার, সার্ভার, ভার্চুয়াল কম্পিউটার, সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন, ডাটাবেস, অপসারণযোগ্য মাধ্যম, ডিজিটাল ইম্পট্রুমেন্টেশন ও কন্ট্রোল ডিভাইস, প্রোগ্রামযোগ্য লজিক কন্ট্রোলার, প্রিন্টার, নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং এম্বেডেড যন্ত্রাংশ ও যন্ত্রাদি (devices);
- (১৫) “কম্পিউটার সিকিউরিটি” অর্থ তথ্য সিকিউরিটির এইরূপ একটি বিশেষ দিক যাহা কম্পিউটার নির্ভর ব্যবস্থার হুমকিসমূহের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে;
- (১৬) “কম্পিউটার সিকিউরিটি ঘটনা” অর্থ এইরূপ একটি ঘটনা যাহা কম্পিউটার নির্ভর ব্যবস্থার (তথ্যসহ) গোপনীয়তা, শুদ্ধতা বা প্রাপ্যতাকে বিপন্ন করে এবং যাহা সুরক্ষা নীতিসমূহ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের প্রকৃত বা সম্ভাব্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে;
- (১৭) “কম্পিউটার সিকিউরিটি প্রোগ্রাম” অর্থ প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা, দায়-দায়িত্ব এবং কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে প্রণীত কম্পিউটার সিকিউরিটি নীতি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা, যাহা কম্পিউটার সিকিউরিটির উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের উপায়সমূহ নির্দিষ্ট করে ও বিশদভাবে বর্ণনা করে এবং যাহা নিউক্লীয় স্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনার একটি অংশ;
- (১৮) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;
- (১৯) “কর্মক্ষমতা পরীক্ষা (performance testing)” অর্থ ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতার চাহিদা পূরণ করে কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার প্রক্রিয়া;

- (২০) “গার্ড ইউনিট” অর্থ অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের একটি কাঠামোগত বিশ্বস্ত ইউনিট যাহারা অন-সাইটে টহল, অনুপ্রবেশ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, ব্যক্তি বা পরিবহনের প্রহরী (escort) এবং প্রবেশাধিকার (access) নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রাথমিক সাড়াদানের (response) দায়িত্ব পালন করে;
- (২১) “জানিবার প্রয়োজন নীতি (need-to-know principle)” অর্থ বিশ্বস্ততার প্রমাণস্বরূপ সন্তোষজনক পশ্চাৎপট (background) এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ছাড়পত্র (security clearance) রহিয়াছে এবং গোপনীয় তথ্যটি জানিবার দরকার বা অধিগত করিবার অধিকার রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিকে উক্ত তথ্য দেখা ও ব্যবহার করিবার নীতি;
- (২২) “গুরুত্ব-আনুপাতিক পদ্ধতি (graded approach)” অর্থ অননুমোদিত কাজের সম্ভাব্য প্রভাবের গুরুত্ব অনুপাতে নিউক্লীয় সিকিউরিটি ব্যবস্থার প্রয়োগ;
- (২৩) “ডিজাইন বেসিস শ্রেট” অর্থ নিউক্লীয় পদার্থের অননুমোদিত অপসারণ বা অন্তর্ঘাতের চেষ্টা করিতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ-দুষ্কৃতকারী ও বহিরাগত দুষ্কৃতকারীর ধরণ (type), প্রেরণা (motivation), উদ্দেশ্য (intention), সক্ষমতা (capabilities) ও বৈশিষ্ট্যসমূহ যাহা কার্যকরীভাবে শনাক্ত, প্রতিহত ও মোকাবেলা করিবার নিমিত্তে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা ডিজাইন ও মূল্যায়ন করা হইয়াছে;
- (২৪) “ডিজাইন বেসিস শ্রেট কমিটি” অর্থ প্রবিধান ১২ এর উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি;
- (২৫) “ডিফেন্স-ইন-ডেপথ কৌশল” অর্থ বিভিন্ন স্তরের কাঠামোগত, প্রযুক্তিগত, ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক সুরক্ষা কৌশল যাহা দুষ্কৃতকারীকে তাহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাধা প্রদান করে;
- (২৬) “ডিজাইন বেসিস শ্রেট প্রতিবেদন” অর্থ জাতীয় নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হুমকি মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করিয়া ডিজাইন বেসিস শ্রেট কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গোপনীয় প্রতিবেদন, যাহাতে নিউক্লীয় স্থাপনার নকশায় নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হুমকিসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে;
- (২৭) “ডিজাইন বেসিস শ্রেট বহির্ভূত হুমকি” অর্থ ডিজাইন বেসিস শ্রেট বহির্ভূত এইরূপ হুমকি যাহা হুমকি মূল্যায়নের সময় গ্রহণযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে;
- (২৮) “তথ্য সিকিউরিটি” অর্থ অননুমোদিত প্রবেশ, ব্যবহার, প্রকাশ, টেম্পোরিং, পরিবর্তন, বিকৃতিকরণ, পরীক্ষা, অনুলিপি, লিপিবদ্ধকরণ বা মুছে ফেলার মতো কাজের বিরুদ্ধে তথ্যের সুরক্ষা এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করিবার জন্য তথ্যের গোপনীয়তা, শুদ্ধতা এবং প্রাপ্যতা সংরক্ষণ করা;

- (২৯) “তফসিল” অর্থ এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত কোনো তফসিল;
- (৩০) “দুষ্কৃতকারী (adversary)” অর্থ অননুমোদিত কাজ সম্পাদন করে বা করিবার চেষ্টা করে এইরূপ কোন ব্যক্তি;
- (৩১) “নিউক্লীয় জ্বালানি (nuclear fuel)” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২৮) এ সংজ্ঞায়িত নিউক্লীয় জ্বালানি;
- (৩২) “নিউক্লীয় নিরাপত্তা (nuclear safety)” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২১) এ সংজ্ঞায়িত নিউক্লীয় নিরাপত্তা;
- (৩৩) “নিউক্লীয় পদার্থ (nuclear material)” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২২) এ সংজ্ঞায়িত নিউক্লীয় পদার্থ;
- (৩৪) “নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থা (nuclear or radiological emergency)” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২৫) এ সংজ্ঞায়িত নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থা;
- (৩৫) “নিউক্লীয় সিকিউরিটি (nuclear security)” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২৭) এ সংজ্ঞায়িত সিকিউরিটি;
- (৩৬) “নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংস্কৃতি (nuclear security culture)” অর্থ ব্যক্তি, সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের সম্মিলন যাহা নিউক্লীয় সিকিউরিটি বাস্তবায়নে সহায়তা করে এবং উহার মান উন্নয়ন ও উহাকে টেকসই করিবার উপায় হিসাবে কাজ করে;
- (৩৭) “নিউক্লীয় স্থাপনা (nuclear installation)” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২৮) এ সংজ্ঞায়িত নিউক্লীয় স্থাপনা;
- (৩৮) “নিয়ন্ত্রিত এলাকা (controlled area)” অর্থ এইরূপ কোনো নির্ধারিত এলাকা যেখানে নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনা অবস্থিত এবং যেখানে প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ন্ত্রিত এবং প্রবেশাধিকার (access) সীমিত;
- (৩৯) “নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম (regulatory control)” অর্থ নিউক্লীয় নিরাপত্তা, সিকিউরিটি এবং সেফগার্ড সংক্রান্ত আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিধানের চাহিদা মোতাবেক নিউক্লীয় পদার্থ বা অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ, সংশ্লিষ্ট স্থাপনা বা কার্যাবলির উপর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ;
- (৪০) “ভৌত বাধা (physical barrier)” অর্থ বেটনী, প্রাচীর বা অনুরূপ প্রতিবন্ধকতা যাহা অনুপ্রবেশ বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত করে এবং প্রবেশ বা প্রবেশাধিকার (access) নিয়ন্ত্রণ করে;

- (৪১) “ভৌত সুরক্ষা (physical protection)” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৪৫) এ সংজ্ঞায়িত ভৌত সুরক্ষা;
- (৪২) “ভৌত সুরক্ষা কর্মী” অর্থ নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষার সহিত জড়িত অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের কর্মী;
- (৪৩) “ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহ (items of physical protection)” অর্থ নিউক্লীয় পদার্থ এবং নিউক্লীয় স্থাপনায় অন্তর্গাতের-লক্ষ্যবস্তুসমূহ;
- (৪৪) “ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনা (physical protection plan)” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিউক্লীয় স্থাপনাসমূহের বিভিন্ন অনুমোদন পর্যায়ে (নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ, কমিশনিং, পরিচালনা এবং ডিকমিশনিং) সংশ্লিষ্ট ভৌত সুরক্ষার আবশ্যিক শর্তপূরণের লক্ষ্যে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সন্তোষজনক মূল্যায়ন সাপেক্ষে অনুমোদিত প্রধান দলিল যাহা কম্পিউটার সিকিউরিটি এবং তথ্য সিকিউরিটি ব্যবস্থাসহ একটি নিউক্লীয় স্থাপনায় বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে গৃহীত হইবে এইরূপ ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করে;
- (৪৫) “যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থান (entry and exit control point)” অর্থ এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক নিউক্লীয় স্থাপনার নিয়ন্ত্রিত এলাকা, সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা এবং সুরক্ষিত এলাকায় জনসাধারণ ও যানবাহনের যাতায়াত এবং দ্রব্যাদির বহন বা পরিবহন পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থা (engineering and technical means of physical protection) সম্বলিত সজ্জিত স্থান;
- (৪৬) “সংবেদনশীল তথ্য” অর্থ সফটওয়্যারসহ যে কোনো ধরনের তথ্য যাহা ব্যবহারে অস্বীকৃতি (denial of use) অথবা যাহার অননুমোদিত প্রকাশ, পরিবর্তন, বদল বা বিনাশ নিউক্লীয় সিকিউরিটিকে বিপদগ্রস্ত (compromise) করিতে পারে;
- (৪৭) “সাড়াদান বাহিনী (response force)” অর্থ অননুমোদিত অপসারণের চেষ্টা বা অন্তর্গাত মোকাবেলা করিবার জন্য সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক অন-সাইট ও অফ-সাইটে নিয়োজিত সশস্ত্র ও যথাযথভাবে সজ্জিত এবং প্রশিক্ষিত বাহিনী;
- (৪৮) “সাইবার-হামলা (cyber- attack)” অর্থ সংবেদনশীল কম্পিউটার নির্ভর ব্যবস্থায় (computer-based system) অননুমোদিত প্রবেশ বা ক্রিয়ার মাধ্যমে চুরি, পরিবর্তন, প্রবেশাধিকারে (access) বাধা বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষতিকর কাজ (malicious act);
- (৪৯) “সিকিউরিটি বিভাগ” অর্থ নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সাংগঠনিক এবং কার্যকরী ব্যবস্থাসহ অন্যান্য নির্ধারিত কার্যাবলি গ্রহণ করিবার লক্ষ্যে নিউক্লীয় স্থাপনার একটি কাঠামোগত ইউনিট;

- (৫০) “সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা (limited access area)” অর্থ নিউক্লীয় স্থাপনা ও নিউক্লীয় পদার্থ ধারণকারী একটি নির্ধারিত এলাকা যেখানে ভৌত সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রবেশাধিকার (access) সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়;
- (৫১) “সুরক্ষিত এলাকা (protected area)” অর্থ সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকার ভিতরে অবস্থিত ক্যাটাগরি-II নিউক্লীয় পদার্থ এবং অগ্রহণযোগ্য বা উচ্চ তেজস্ক্রিয়তার পরিণতি সৃষ্টি করিতে সক্ষম এইরূপ অন্তর্ঘাতের-লক্ষ্যবস্তুর সমূহ ধারণকারী ভৌত বাধা দ্বারা বেষ্টিত নিরবিচ্ছিন্ন পাহারা ও নজরদারির আওতাধীন এলাকা যেখানে প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়;
- (৫২) “সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশন” অর্থ এইরূপ একটি স্থাপনা যাহা সম্পূর্ণ ও ধারাবাহিক অ্যালার্ম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে এবং সাড়াদান বাহিনীসহ নিউক্লীয় স্থাপনা, সিকিউরিটি বিভাগ ও গার্ড ইউনিটের সহিত যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম; এবং
- (৫৩) “হুমকি মূল্যায়ন (threat assessment)” অর্থ প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তথ্য এবং উন্মুক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া নিউক্লীয় সিকিউরিটি সম্পর্কিত হুমকিসমূহের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, যাহা উক্ত হুমকিসমূহে প্ররোচনা (motivation), উদ্দেশ্য (intentions) এবং সক্ষমতা (capabilities) সম্পর্কে অবহিত করে।

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যেইসকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৯ নং আইন) এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

### দ্বিতীয় অধ্যায় সাধারণ নীতি ও বিধান

৩। ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।—(১) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনা সুরক্ষার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, যথা:—

- (ক) প্রতিবন্ধকতা এবং সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষার মাধ্যমে অননুমোদিত কাজ প্রতিরোধ করা;
- (খ) নিউক্লীয় পদার্থের অননুমোদিত অপসারণ, অন্তর্ঘাত ও উহাদের চেষ্টা শনাক্তকরণ (detection), বিলম্বিতকরণ (delay) ও সাড়াদানের (response) সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে অননুমোদিত অপসারণ, অন্তর্ঘাত ও উহাদের চেষ্টা প্রতিহত করা;
- (গ) অননুমোদিত কাজের প্রভাব হ্রাস করা; এবং
- (ঘ) হারাইয়া যাওয়া বা চুরি হওয়া নিউক্লীয় পদার্থ শনাক্ত ও পুনরুদ্ধার করিবার জন্য দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(২) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন এবং নিউক্লীয় স্থাপনার নির্মাণ, কমিশনিং, পরিচালনা ও ডিকমিশনিংকালে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থার সকল পর্যায়ে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা এইরূপে করিবে যাহাতে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা, নিউক্লীয় নিরাপত্তা এবং নিউক্লীয় পদার্থের হিসাবরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ (nuclear material accounting and control) কার্যক্রম একে অপরের সহিত সাংঘর্ষিক না হয় এবং একে অপরের সহায়ক হয়।

(৩) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবে যাহাতে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ বিধিসমূহ, ভৌত সুরক্ষার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম ও পরিচয়, ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৪) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নিম্নবর্ণিত সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুনসমূহ প্রণয়ন ও প্রতিপালন করিবে, যথা:—

- (ক) ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার কাঠামো ও কার্যাবলি;
- (খ) গার্ড ইউনিট এবং অন্যান্য ভৌত সুরক্ষা কর্মীদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও দক্ষতা;
- (গ) নিউক্লীয় স্থাপনার স্বাভাবিক (routine) কার্যক্রম, আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থাতে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা;
- (ঘ) নিউক্লীয় স্থাপনার স্বাভাবিক (routine) কার্যক্রম, আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থাতে অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগ ও ভৌত সুরক্ষা সম্পর্কিত পরিসেবাসমূহ এবং নিউক্লীয় স্থাপনার কর্মী, অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগ ও উহার গার্ড ইউনিট মধ্যে মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি (procedure of interaction);
- (ঙ) আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থাতে অন-সাইটের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বিভাগের সহিত অফ-সাইটের এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সাড়াদান বাহিনী, সিকিউরিটি সংস্থা, উচ্চতর সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের সহিত মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি (procedure of interaction);
- (চ) নিউক্লীয় সিকিউরিটি ঘটনার দৃশ্যপট বিবেচনা করিয়া সিকিউরিটি বিভাগের ভৌত সুরক্ষা কর্মী এবং সাড়াদান বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের পদ্ধতি;
- (ছ) সাংগঠনিক ব্যবস্থা যাহা সংশ্লিষ্ট নিউক্লীয় স্থাপনার কর্মীদের ও অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগ ও উহার গার্ড ইউনিটের ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত করে; এবং
- (জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয়।



(৫) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর উপ-প্রবিধান (১) এর উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনাসমূহের সুরক্ষার গুরুত্বের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গুরুত্ব আনুপাতিক পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রযোজ্য ডিফেন্স-ইন-ডেপ্থ কৌশল প্রয়োগ করিবে।

(৬) যেই সকল সংস্থা নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনার সহিত সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করে সেই সকল সংস্থা তাহাদের কর্মকাণ্ডে নিউক্লীয় নিরাপত্তা সংস্কৃতির সহিত সমন্বয় করিয়া নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংস্কৃতির সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটাইবে যাহাতে সংস্কৃতিদ্বয় একে অপরের সহিত সাংঘর্ষিক না হয় ও একে অপরের সহায়ক হয়।

**ব্যাখ্যা।**—এই প্রবিধানে ‘নিউক্লীয় নিরাপত্তা সংস্কৃতি (nuclear safety culture)’ বলিতে সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও মনোভাবের সমাবেশকে বুঝাইবে যাহা সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়সমূহকে তাহাদের গুরুত্ব অনুপাতে সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করে।

**৪। নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম।**—(১) নিউক্লীয় পদার্থ এবং নিউক্লীয় স্থাপনাসমূহের সাইটিং হইতে ডিকমিশনিং পর্যন্ত সকল পর্যায়ের ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার অনুমোদন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ নিউক্লীয় পদার্থ এবং নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত ও টেকসই করিবার লক্ষ্যে উহা প্রতিষ্ঠাকরণ এবং উহার যথাযথ বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক চাহিদা নির্ধারণ করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমের ভিত্তি হিসাবে গুরুত্ব-আনুপাতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিপালন নিশ্চিত হইতেছে কিনা তাহা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম যথাযথ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে এতদসংক্রান্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করিবে এবং তদানুযায়ী উহার এতদসংশ্লিষ্ট জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

(৫) আইন এবং সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত নিউক্লীয় পদার্থের ভৌত সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠার জন্য কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (International Atomic Energy Agency) এর এতদসংক্রান্ত প্রযোজ্য সর্বশেষ মৌলিক বিষয়সমূহ (fundamentals), সুপারিশসমূহ (recommendations), প্রায়োগিক নির্দেশিকাসমূহ (implementing guides) ও কারিগরি নির্দেশিকাসমূহ (technical guides) অনুসরণ করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংস্থাসমূহ দ্বারা প্রকাশিত প্রযোজ্য কোড, মান, গাইড, ম্যানুয়াল, ইত্যাদি আদর্শিক নথি (normative documents) গ্রহণ (adopt) করিতে পারিবে।

(৬) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও অপারেটর ভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা বা কোম্পানী হইলে ক্ষেত্রমত উহার জন্য এই প্রবিধানমালার সংশ্লিষ্ট প্রবিধান কার্যকর হইবে।

(৭) এই প্রবিধানমালার কোন শব্দ বা বাক্যাংশের ব্যাখ্যা অথবা উপ-প্রবিধান (৫) এর প্রযোজ্যতা বিষয়ে উপ-প্রবিধান (৬) এ উল্লিখিত অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও অপারেটরের মধ্যে কোন মতবিরোধের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটরের জন্য চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক হইবে।

৫। **ভৌত সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে দায়িত্ব ও সহযোগিতা।**—(১) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নিউক্লীয় পদার্থ এবং নিউক্লীয় স্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদনের সময় ভৌত সুরক্ষা নিশ্চিত করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ভৌত সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার প্রধান দায়িত্ব অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর এর উপরে ন্যস্ত থাকিবে যাহা কোনক্রমেই বা কোন অবস্থাতেই হ্রাস বা নির্মূল হইবে না।

(৩) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কমিশনিং এর পূর্বে একটি নিবেদিত অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবে এবং অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের কাঠামো, দায়িত্ব, কাজের বিবরণ এবং অধিকার নির্ধারণ করিবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগ নতুন নিউক্লীয় স্থাপনা পরিচালনার সময় হইতে নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনার জন্য ভৌত সুরক্ষার ব্যবস্থাসমূহ পরিচালনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করিবে।

(৫) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর প্রয়োজনবোধে বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার জন্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট যে কোনো সংস্থা যেমন: আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আপদকালীন বা জরুরি সেবাদানকারী সংস্থা, অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনী, ইত্যাদি এর সহিত সমঝোতা স্মারক, প্রোটোকল বা অন্য কোনো ধরনের লিখিত রেকর্ড আকারে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৬) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে একটি গার্ড ইউনিট প্রতিষ্ঠা করিবে এবং উক্ত গার্ড ইউনিট এর জন্য নিয়মাবলি, দায়িত্ব, কার্যাবলি এবং এখতিয়ার নির্ধারণ করিবে।

(৭) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর উপ-প্রবিধান (৬) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত গার্ড ইউনিটকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করিবে এবং তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব কার্যকর এবং দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৮) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর সুরক্ষিত এলাকা ও অপরিহার্য এলাকায় প্রবেশাধিকারের (access) জন্য অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের এইরূপ কর্মীদের শনাক্ত ও নিয়োজিত করিবে যাহাদের নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা রহিয়াছে এবং যাহাদের পশ্চাৎপট (background) সরকারি নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক যাচাই করিয়া নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা হইয়াছে।

(৯) উপ-প্রবিধান (৮) এ উল্লিখিত কর্মীদের পশ্চাৎপট (background) পর্যায়ক্রমিকভাবে যাচাই করিয়া নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে উক্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

৬। **যোগসূত্র (interface)**।—(১) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নতুন নিউক্লীয় স্থাপনার জন্য স্থান নির্বাচন ও নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবিলম্বে—

- (ক) ভৌত সুরক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করিবে; এবং
- (খ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা, নিউক্লীয় নিরাপত্তা এবং নিউক্লীয় পদার্থের হিসাবরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ (nuclear material accounting and control) কার্যক্রমের মধ্যবর্তী যোগসূত্র নির্ণয় এবং সমন্বয় করিবে যাহাতে উহারা একে অপরের সহিত সাংঘর্ষিক না হয় এবং একে অপরের সহায়ক হয়।

(২) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনার নির্মাণ, কমিশনিং, পরিচালনা এবং ডিকমিশনিং এবং আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থার সকল পর্যায়ে নিউক্লীয় নিরাপত্তা ও নিউক্লীয় পদার্থের হিসাবরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ (nuclear material accounting and control) কার্যক্রমের সহিত ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার যোগসূত্র উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে মূল্যায়ন করিবে ও উহা বজায় রাখিবে।

(৩) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনার সকল কার্যক্রমে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে মান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (quality assurance program) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

৭। **কর্মকাণ্ড (practice)**।—(১) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর বৎসরে অন্তত একবার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা ও কার্যকারিতা এবং অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের প্রস্তুতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে অনুশীলন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবে।

(২) এই প্রবিধানের অধীন মূল্যায়নসমূহের মধ্যে ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহ সংশ্লিষ্ট ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থাসমূহ এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদির কর্মক্ষমতা পরীক্ষা, ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সাংগঠনিক ও কারিগরি ব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং কম্পিউটার সিকিউরিটি ও তথ্য সিকিউরিটি ব্যবস্থার মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহ সংশ্লিষ্ট ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থাসমূহ এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদির কর্মক্ষমতা পরীক্ষার মধ্যে নিম্নবর্ণিত পরীক্ষাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে, যথা:—

- (ক) অনুপ্রবেশ শনাক্তকরণ পরীক্ষা;
- (খ) অনুপ্রবেশ বিলম্বিতকরণ (delay) ও এতদসংক্রান্ত সাড়াদান ব্যবস্থার পরীক্ষা;
- (গ) সিকিউরিটি অ্যালার্ম মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরীক্ষা;

- (ঘ) অপটোইলেক্ট্রনিক নজরদারি ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরীক্ষা;
- (ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থার পরীক্ষা; এবং
- (চ) ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনা, পদ্ধতি, ইত্যাদির বাস্তবায়ন পরীক্ষা।

(৪) অন-সাইট সাড়াদান বাহিনী বৎসরে অন্তত একবার এবং অফ-সাইট সাড়াদান বাহিনী প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে অন্তত একবার অনুশীলন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিবে।

(৫) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও পরীক্ষার সহায়ক ডেটা, সফটওয়্যার টুলস ও পদ্ধতিসমূহ সঠিক কিনা এবং মূল্যায়ন ও পরীক্ষার ফলাফল ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে কিনা তাহা যাচাই এবং ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার যথাযথ কার্যকারিতা নিশ্চিত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃপক্ষের কারিগরি সহায়ক সংস্থা অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃক দাখিলকৃত ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নসমূহ ও কর্মক্ষমতা পরীক্ষার ফলাফলসমূহ পর্যালোচনা করিবে।

(৬) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর সাড়াদান বাহিনীর পদক্ষেপ বিবেচনা করিয়া ডিজাইন বেসিস থ্রেট কার্যকরভাবে মোকাবেলা করিবার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যপ্রণালিসহ আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং গোপনীয়তার সহিত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৭) উপ-প্রবিধান (৬) এর অধীন দাখিলকৃত আপদকালীন পরিকল্পনাটি কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সাপেক্ষে অনুমোদন করিবে।

(৮) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী এতদসংক্রান্ত অনুশীলন কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন গোপনীয়তার সহিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

৮। **কম্পিউটার সিকিউরিটি**—(১) নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থায় কম্পিউটার সিকিউরিটির লক্ষ্য হইবে অন্তর্গত বা নিউক্লীয় পদার্থের অননুমোদিত অপসারণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হামলাসমূহ হইতে কম্পিউটার সিস্টেমকে রক্ষা করা।

(২) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটরের অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগ নিশ্চিত করিবে যে নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ব্যবহৃত কম্পিউটার এবং কম্পিউটার নির্ভর ব্যবস্থাসমূহ সাইবার-হামলা, বিকৃতিকরণ বা উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার (manipulation) হইতে পর্যাপ্তভাবে সুরক্ষিত।

(৩) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর তাহার অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের মধ্যে কম্পিউটারের সিকিউরিটি সম্পর্কিত দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ নির্ধারণ করিবে।

(৪) নিউক্লীয় স্থাপনার অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কম্পিউটার সিকিউরিটি নীতি এবং উহার বাস্তবায়ন পরিকল্পনাসহ একটি কম্পিউটার সিকিউরিটি প্রোগ্রাম প্রণয়ন করিবে এবং কম্পিউটার সিকিউরিটি প্রোগ্রাম অনূন প্রতি ৩ (তিন) বৎসর পর পর পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করিতে হইবে যাহাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং কম্পিউটার সিকিউরিটি ঘটনা বা নিউক্লীয় সিকিউরিটি ঘটনা প্রতিফলিত হয়।

(৫) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর এই প্রবিধানমালার বিধান এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর সংশ্লিষ্ট বিধান মানিয়া চলিবে।

৯। **তথ্য সিকিউরিটি**।—(১) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সহিত সম্পর্কিত তথ্য সিকিউরিটি এবং উহার কম্পিউটার নির্ভর ব্যবস্থা এবং নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির জন্য দায়বদ্ধ থাকিবে।

(২) নিউক্লীয় স্থাপনার অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর সংবেদনশীল তথ্যে প্রবেশাধিকার (access) সীমিত করিবার লক্ষ্যে গোপনীয়তার ব্যবস্থা এবং পদ্ধতিসহ অভ্যন্তরীণ তথ্য সিকিউরিটি নীতি এবং উহার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে যাহাতে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে যাহাদের উক্ত সংবেদনশীল তথ্য জানা প্রয়োজন (need to know) তাহারাই কেবল জানিতে পারিবে।

(৩) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিউক্লীয় স্থাপনার সংবেদনশীল তথ্যে এবং নথিপত্রে প্রবেশাধিকার (access) থাকিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা রহিয়াছে এবং যাহাদের নির্ভরযোগ্যতা সরকারি নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক নিশ্চিত করা হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে বাছাই করিবে।

(৪) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সহিত সম্পর্কিত সকল ডেটা, তথ্য, নথি ও চিঠিপত্র এবং নিউক্লীয় স্থাপনার নির্মাণ, কমিশনিং, অপারেশন ও ডিকমিশনিং এর ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনাসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এবং মূল্যায়ন ও পরিদর্শনের সহিত যুক্ত সংগঠনসমূহ গোপনীয়তার সহিত সংরক্ষণ করিবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্তরূপ তথ্য জানিবার প্রয়োজন নীতি অনুসারে ব্যবহার এবং শেয়ার করিবে।

১০। **সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Integrated management system)**।—অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর তাহার জন্য অনুমোদিত কার্যকলাপের আকার এবং প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (integrated management system) প্রতিষ্ঠা করিবে যাহা নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিশ্চিত করিবে, যথা:—

- (ক) সকল নীতি, পদ্ধতি, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ বিধি, ইত্যাদি প্রণয়ন, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নিউক্লীয় সিকিউরিটি ও ভৌত সুরক্ষাকে যাহাতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচিত হয় ও চিহ্নিত করা হয়;
- (খ) নিউক্লীয় সিকিউরিটি ও ভৌত সুরক্ষাকে প্রভাবিত করে এইরূপ সমস্যাসমূহ অবিলম্বে চিহ্নিত করা হয় এবং তাহাদের গুরুত্ব অনুপাতে অবিলম্বে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়;
- (গ) নিউক্লীয় সিকিউরিটি ও ভৌত সুরক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তি যোগ্য ও উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত এবং প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে;

- (ঘ) নিউক্লীয় সিকিউরিটি ও ভৌত সুরক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথাযথ-কর্তৃপক্ষসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে এবং এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য আদেশের পালাক্রম (chain of command) নির্ধারণ করা হইয়াছে; এবং
- (ঙ) সাংগঠনিক ব্যবস্থাসমূহ এবং যোগাযোগের ব্যবস্থাসমূহ এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে যাহাতে সমগ্র সংস্থায় পরিচালিত বিভিন্ন বিভাগসমূহের একে অপরের মধ্যে ও নিজেদের মধ্যে নিউক্লীয় সিকিউরিটি ও ভৌত সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্যের যথাযথ প্রবাহ ঘটে।

### তৃতীয় অধ্যায়

#### ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান

১১। **হমকি মূল্যায়ন।**—(১) সরকার জাতীয় নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হমকি মূল্যায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (জননিরাপত্তা বিভাগ এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত ব্যক্তি বা অপারেটর, বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ, কম্পিউটার সিকিউরিটি সম্পর্কিত সংস্থাসমূহ এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) সরকারের পক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এর মাধ্যমে জাতীয় নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হমকি মূল্যায়ন করিবে।

(৩) জাতীয় নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হমকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করিতে হইবে এবং সম্ভাব্য দুরূহিকারীর বৈশিষ্ট্যাবলি নির্ধারণের জন্য ভৌত এবং কম্পিউটার সিকিউরিটি হমকি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৪) জাতীয় নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হমকি মূল্যায়নের জন্য উন্মুক্ত উৎস (open source), কম্পিউটার সিকিউরিটি ঘটনাবলি, অনিউক্লীয় কার্যকলাপ সংক্রান্ত সিকিউরিটি ঘটনাবলি এবং পূর্বের নিউক্লীয় সিকিউরিটি ঘটনাবলি হইতে গোয়েন্দা তথ্য ও অতিরিক্ত হমকি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৫) জাতীয় নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হমকি মূল্যায়নের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে নথিভুক্ত করিতে হইবে এবং হমকিসমূহ পরিবর্তিত হইলে অথবা প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে অনূন একবার হমকি মূল্যায়ন করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে হালনাগাদ করিতে হইবে।

(৬) জাতীয় নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হমকি মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গোপনীয়তার সহিত সংরক্ষণ করিবে এবং জানিবার প্রয়োজন নীতি অনুসারে ব্যবহার এবং শেয়ার করিতে পারিবে।

১২। **ডিজাইন বেসিস শ্রেট**—(১) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ডিজাইন বেসিস শ্রেট কমিটি নামে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিবে, যথা:—

- (ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর প্রতিনিধি;
- (খ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর প্রতিনিধি;
- (গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি;
- (ঘ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর (জননিরাপত্তা বিভাগ এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ) প্রতিনিধি;
- (ঙ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি;
- (চ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি;
- (ছ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি;
- (জ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর প্রতিনিধি;
- (ঝ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর প্রতিনিধি;
- (ঞ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর;
- (ট) বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি;
- (ঠ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর প্রতিনিধি;
- (ড) গোয়েন্দা সংস্থা এর প্রতিনিধি; এবং
- (ঢ) কম্পিউটার সিকিউরিটি সম্পর্কিত সংস্থার প্রতিনিধি।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী গঠিত ডিজাইন বেসিস শ্রেট কমিটির একটি বিশেষজ্ঞ দল জাতীয় নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হুমকি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিটি নিউক্লীয় স্থাপনার জন্য ডিজাইন বেসিস শ্রেট প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

(৩) ডিজাইন বেসিস শ্রেট কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে বা জাতীয় নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হুমকি মূল্যায়নের ফলাফল পরিবর্তিত হইলে বা প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে অন্যান্য একবার ডিজাইন বেসিস শ্রেট প্রতিবেদন মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনে হালনাগাদ করিতে হইবে।

(৪) ডিজাইন বেসিস শ্রেট কমিটি প্রতিটি নিউক্লীয় স্থাপনার জন্য প্রস্তুতকৃত ডিজাইন বেসিস শ্রেট প্রতিবেদন বা হালনাগাদকৃত ডিজাইন বেসিস শ্রেট প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী দাখিলকৃত ডিজাইন বেসিস শ্রেট প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করিবে এবং উহা অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটরকে অবহিত করিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে একই ডিজাইন বেসিস শ্রেট প্রতিবেদন এক বা একাধিক নিউক্লীয় স্থাপনার জন্য ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) ডিজাইন বেসিস শ্রেট প্রতিবেদনটি ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ জীবনকালের জন্য নিউক্লীয় স্থাপনায় রাখিতে হইবে।

(৮) ডিজাইন বেসিস শ্রেট সংক্রান্ত প্রতিবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গোপনীয়তার সহিত সংরক্ষণ করিবে এবং জানিবার প্রয়োজন নীতি অনুসারে ব্যবহার এবং শেয়ার করিতে পারিবে।

১৩। **অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ।**—(১) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হমকি মূল্যায়ন ও ডিজাইন বেসিস শ্রেট প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে যাহার মধ্যে নিউক্লীয় স্থাপনা ও উহার আঞ্চলিক অবস্থানের বর্ণনা, ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহ শনাক্তকরণ ও উহাদের অবস্থানের বর্ণনা এবং নিউক্লীয় স্থাপনার ব্যবহার বা পরিচালনার তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(২) নিউক্লীয় স্থাপনার অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে নথিভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) কোনো নিউক্লীয় স্থাপনায় হমকি মূল্যায়নের ফলাফল এবং ডিজাইন বেসিস শ্রেট প্রতিবেদনে পরিবর্তন হইলে অথবা ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহ বা উহাদের অবস্থানের পরিবর্তন হইলে, অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর তৎপ্রেক্ষিতে অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও প্রয়োজনে হালনাগাদ করিবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) অনুযায়ী অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন মূল্যায়নের কোনো আবশ্যিকতা না থাকিলে, প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে অন্যান্য একবার উহা মূল্যায়ন করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে হালনাগাদ করিতে হইবে।

(৫) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর উপ-প্রবিধান (১) হইতে (৪) অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত বা হালনাগাদকৃত অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য গোপনীয়তার সহিত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৬) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃক দাখিলকৃত অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সাপেক্ষে অনুমোদন করিবে এবং উহা অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটরকে অবহিত করিবে।

(৭) অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সমগ্র পরিসেবা জীবনে নিউক্লীয় স্থাপনায় রাখিতে হইবে।



(৮) অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন এবং এতদসংক্রান্ত নথিপত্র অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনায় গোপনীয়তার সহিত সুরক্ষিত রাখিবে এবং জানিবার প্রয়োজন নীতি অনুসারে ব্যবহার এবং শেয়ার করিবে।

১৪। **ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতার মূল্যায়ন।**—(১) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ডিজাইন বেসিস শ্রেট এবং অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের উপরে ভিত্তি করিয়া নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করিবে এবং ফলাফলসমূহ প্রতিবেদন আকারে নথিভুক্ত করিবে।

(২) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কোনো নিউক্লীয় স্থাপনায় হুমকি মূল্যায়নের পরিবর্তন, ডিজাইন বেসিস শ্রেট এবং অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন পরিবর্তন অথবা ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহ ও উহাদের অবস্থানের পরিবর্তন অথবা ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নকশা পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন পুনঃমূল্যায়ন ও প্রয়োজনে হালনাগাদ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) অনুযায়ী ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন ফলাফলের পুনঃমূল্যায়নের কোনো আবশ্যিকতা না থাকিলে, প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে অন্ত্যন একবার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন পুনঃমূল্যায়ন করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে হালনাগাদ করিতে হইবে।

(৪) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর উপ-প্রবিধান (১) হইতে (৩) অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত বা হালনাগাদকৃত ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য গোপনীয়তার সহিত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৫) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃক দাখিলকৃত ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সাপেক্ষে অনুমোদন করিবে এবং উহা অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটরকে অবহিত করিবে।

(৬) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সমগ্র পরিসেবা জীবনে নিউক্লীয় স্থাপনায় রাখিতে হইবে।

(৭) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং এতদসংক্রান্ত নথিপত্র অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনায় গোপনীয়তার সহিত সুরক্ষিত রাখিবে এবং জানিবার প্রয়োজন নীতি অনুসারে ব্যবহার এবং শেয়ার করিবে।

১৫। **ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থা এবং উহার ব্যবস্থাপনা।**—(১) নিউক্লীয় স্থাপনার ডিকমিশনিং এবং নিউক্লীয় স্থাপনা হইতে নিউক্লীয় পদার্থের অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত স্বাভাবিক (routine) আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থায় ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিকভাবে কার্যকর থাকিবে।

(২) ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশলগত ব্যবস্থার মধ্যে ভৌত সুরক্ষার স্থায়ী এবং বহনযোগ্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

- (ক) নিয়ন্ত্রিত এলাকা, সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা, সুরক্ষিত এলাকা এবং অপরিহার্য এলাকার পরিধি বরাবর নির্মিত বেটন;
- (খ) বিশেষভাবে তৈরী প্রতিবন্ধক, এন্টি রাম প্রতিবন্ধক (anti-ram barriers), জালি (lattices), ধারক (containers), ইত্যাদি ভৌত বাধাসহ ভবন ও কক্ষের পূর্ত কাঠামো;
- (গ) প্রকৌশল সরঞ্জাম এবং যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থানসমূহ; এবং
- (ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্য কোনো ব্যবস্থা।

(৩) ভৌত সুরক্ষার কারিগরি ব্যবস্থার মধ্যে ভৌত সুরক্ষার নিম্নবর্ণিত প্রধান কার্যকরী ব্যবস্থাসমূহের (major functional systems) উপাদান ও যন্ত্রাদি (elements and devices) অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

- (ক) সিকিউরিটি অ্যালার্ম ব্যবস্থা;
- (খ) অপটোইলেক্ট্রনিক নজরদারি ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন ব্যবস্থা;
- (গ) প্রবেশ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা;
- (ঘ) প্রয়োগ সংক্রান্ত যোগাযোগ ও ঘোষণা ব্যবস্থা;
- (ঙ) অ্যালার্ম ও কল সিগন্যালিং ব্যবস্থা;
- (চ) কম্পিউটার সিকিউরিটি ব্যবস্থা;
- (ছ) তথ্য সিকিউরিটি ব্যবস্থা;
- (জ) বিদ্যুৎ সরবরাহ, নেটওয়ার্ক সংযোগ ও আলোক প্রজ্জলন ব্যবস্থা; এবং
- (ঝ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্য কোনো প্রধান কার্যকরী ব্যবস্থা (major functional system)।

(৪) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা উহার কাঠামো, গঠন, কার্যকারিতা সংক্রান্ত তথ্যের গোপনীয়তা, সুরক্ষা, শুদ্ধতা ও এইরূপ তথ্যে অনুমোদিত প্রবেশাধিকার (authorized access) নিশ্চিত করিবে যাহার লংঘন সমগ্র ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা বা এর স্বতন্ত্র উপাদানসমূহের সামগ্রিক কার্যকারিতা হ্রাস করিতে পারে।

(৫) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্য পরিচালনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে পরিচালনা সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং ঘোষণা ব্যবস্থায় বিভিন্ন পরিচালনা নীতি ভিত্তিক উপাদানসমূহ এবং বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে।

(৬) যদি ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থায় উন্মুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা হয় এবং দুষ্টকারীর দ্বারা যোগাযোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তথ্য অপব্যবহার রোধে একটি প্রচলিত বার্তা ব্যবস্থা ব্যবহার করিতে হইবে।

(৮) ভৌত সুরক্ষার কারিগরি ব্যবস্থাসমূহে স্বাভাবিক অবস্থায় ২ (দুই) টি পৃথক উৎস হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে যাহাতে উৎস ২ (দুই) টি পরস্পরের বিকল্প হিসাবে কাজ করিতে পারে এবং আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎস (যেমন ইলেক্ট্রিক জেনারেটর, ব্যাটারি) হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে।

(৯) অ্যালার্ম সরঞ্জাম, অ্যালার্ম যোগাযোগের পথ, এবং সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশনে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদান করিতে হইবে এবং অননুমোদিত পর্যবেক্ষণ, ম্যানিপুলেশন ও বিকৃতি হইতে সুরক্ষিত রাখিতে হইবে।

(১০) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা, দীর্ঘমেয়াদী বৈদ্যুতিক বিচ্ছিন্নতা নিউক্লীয় স্থাপনার জরুরি ব্যবস্থাপনা বিদ্বিত করিবে না, তাহা নিশ্চিত করিবে।

(১১) বিদ্যুৎ সরবারহকারী ডিভাইস এবং নেটওয়ার্ক ক্যাবল উদ্দেশ্য প্রণোদিত অকার্যকারিতা হইতে সুরক্ষিত রাখিতে হইবে।

(১২) সকল ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সিগন্যাল ক্যাবল যথাসম্ভব একটি সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং যে সকল নেটওয়ার্ক ক্যাবলের মাধ্যমে সংবেদনশীল ডেটা প্রেরণ করা হয়, সেখানে ডেটা এনক্রিপ্ট করিতে হইবে, সিগন্যাল তত্ত্বাবধান করিতে হইবে এবং লাইনসমূহ ঢালাই জয়েন্টসহ ধাতব নালী (metal conduits) এবং জংশন বক্সে সুরক্ষিত রাখিতে হইবে।

### চতুর্থ অধ্যায়

#### নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ

১৬। **ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া।**—অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে, যথা:—

(ক) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন;

(খ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ, ইনস্টলেশন ও প্রি-কমিশনিং (নকশা বাস্তবায়ন); এবং

(গ) কমিশনিং (ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার ট্রায়াল পরিচালনাসহ)।

১৭। **ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন।**—(১) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

- (ক) জাতীয় নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হুমকি মূল্যায়ন ও ডিজাইন বেসিস থ্রেট সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- (খ) অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহ চিহ্নিতকরণ;
- (গ) ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহের শ্রেণিকরণ;
- (ঘ) নিউক্লীয় স্থাপনার বৈশিষ্ট্য এবং উহার নিয়ন্ত্রিত এলাকা, সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা, সুরক্ষিত এলাকা এবং অপরিহার্য এলাকা নির্দিষ্টকরণ;
- (ঙ) নিউক্লীয় পদার্থের অননুমোদিত অপসারণ, অন্তর্ঘাত ও উহাদের চেষ্টা শনাক্তকরণ (detection), বিলম্বিতকরণ (delay) ও সাড়াদানের (response) সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে অননুমোদিত অপসারণ, অন্তর্ঘাত ও উহাদের চেষ্টা প্রতিহত করিবার লক্ষ্যে ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থাসমূহ (engineering and technical means of physical protection) এবং ভৌত সুরক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণ;
- (চ) নতুন ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার ধারণাগত নকশা (conceptual design) প্রণয়ন; এবং
- (ছ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতার মূল্যায়ন।

(২) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার, ডিজাইন বেসিস থ্রেট কমিটি এবং অননুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর প্রয়োজনে প্রবিধান ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ অনুযায়ী, ক্ষেত্রমত, জাতীয় নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হুমকি মূল্যায়ন, ডিজাইন বেসিস থ্রেট এবং অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ ও ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতার মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে।

(৩) নিউক্লীয় স্থাপনার এলাকা নির্ধারণের জন্য তফসিল ১, ২ এবং ৩ অনুযায়ী ভৌত সুরক্ষার উপাদানসমূহের শ্রেণিকরণ করিতে হইবে এবং উক্ত শ্রেণিকরণের ফলাফল নথিভুক্ত করিতে হইবে।

(৪) কোনো নিউক্লীয় স্থাপনায় এলাকা নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকার মধ্যে সুরক্ষিত এলাকা এবং সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে অপরিহার্য এলাকা অবস্থিত হইতে হইবে।

(৫) কোনো পারমাণবিক কেন্দ্রের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত এলাকা বিবেচনা করিতে হইবে এবং অন্যান্য নিউক্লীয় স্থাপনার ক্ষেত্রে, নিয়ন্ত্রিত এলাকাটি উহার শ্রেণির উপর ভিত্তি করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

(৬) উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) এ উল্লিখিত নির্ধারিত এলাকার কাঠামো এবং সীমানা নথিভুক্ত করিতে হইবে এবং তফসিল ৩ অনুযায়ী উপযুক্ত এলাকায় ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহ স্থাপন করিতে হইবে।

(৭) নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন করিবার পূর্বে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর তাহাদের ধারণকৃত এবং ব্যবহৃত সংবেদনশীল তথ্যের গোপনীয়তা, শুদ্ধতা ও প্রাপ্যতা রক্ষার জন্য তথ্য নিরাপত্তার সংশ্লিষ্ট আইন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক চাহিদার সহিত সংগতি রাখিয়া অভ্যন্তরীণ নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং পদ্ধতি প্রণয়ন করিবে।

(৮) ডিজাইন বেসিস শ্রেট ও অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া এবং ডিফেন্স-ইন-ডেপথ কৌশলের সহিত গুরুত্ব-আনুপাতিক পদ্ধতি এর সমন্বয় করিয়া অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নতুন বা চলমান সিস্টেমের ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন করিবে।

(৯) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নেটওয়ার্কের নকশা এবং উহার সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ (support systems) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশায় সমন্বিত থাকিবে এবং ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশা সাইবার-হামলা শনাক্ত ও প্রতিরোধী হইতে হইবে।

(১০) নকশা প্রণয়ন পর্যায়ে ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার নকশা দলিলাদি প্রণয়ন করিতে হইবে।

(১১) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশা দলিলাদির উপর ভিত্তি করিয়া ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কারিগরি ব্যবস্থা ও উহার উপাদানসমূহের জন্য কারিগরি বিবরণ এবং প্রকৌশল ব্যবস্থাসমূহের জন্য কাজের দলিলাদি বা প্রক্রিয়া প্রণয়ন করিতে হইবে।

(১২) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশা ও কাজের দলিলাদি সংশ্লিষ্ট নথি, বিস্তারিত অঙ্কন (detailed drawings), সরঞ্জাম এবং পণ্যের বিবরণ নিউক্লীয় স্থাপনার ডিজাইনার বা মূল ঠিকাদার দ্বারা আবশ্যিকভাবে যাচাইপূর্বক অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(১৩) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনার জন্য কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামসমূহের পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করিবে এবং ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশা পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(১৪) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর আইনের ধারা ২১ অনুযায়ী নিউক্লীয় স্থাপনার নকশা এবং নির্মাণ লাইসেন্সের আবেদনের সময় ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নকশা বাস্তবায়নের পূর্বে, ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার নকশা দলিলাদি (সিকিউরিটি-সম্পর্কিত সংবেদনশীল ডিজিটাল সম্পদ, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক এবং পাওয়ার সরঞ্জাম সহকারে), অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন এবং ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন প্রতিবেদন নিয়ন্ত্রণমূলক পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য গোপনীয়তার সহিত কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করিবে।

(১৫) উপ-প্রবিধান (১২), (১৩) ও (১৪) এর অধীন বিষয়াদি কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সাপেক্ষে অনুমোদন করিবে এই উহা অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটরকে অবহিত করিবে।

**ব্যাখ্যা।**—এই প্রবিধানে ‘কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট’ বলিতে কম্পিউটার সিস্টেম ও সফটওয়্যারসহ কোনো স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত এবং নথিভুক্ত করা এবং উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিবর্তন সঠিকভাবে প্রস্তুত, মূল্যায়ন, অনুমোদন, জারি, প্রয়োগ, যাচাই, লিপিবদ্ধ ও স্থাপনার নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত করিবার প্রক্রিয়াকে বুঝাইবে।

১৮। **ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ, ইনস্টলেশন এবং প্লি-কমিশনিং (ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার ডিজাইন সলিউশন বাস্তবায়ন)।**—(১) কোনো নিউক্লীয় স্থাপনার নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করিবার পূর্বে, অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনার নির্মাণকালীন ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে।

(২) নিউক্লীয় স্থাপনার নির্মাণকালীন ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনায় অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃক নিউক্লীয় স্থাপনার নকশা এবং নির্মাণ লাইসেন্স প্রাপ্তি হইতে নিউক্লীয় পদার্থ সাইটে নিয়ে আসা পর্যন্ত কম্পিউটার সিকিউরিটি এবং তথ্য সিকিউরিটি ব্যবস্থাসহ ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং উক্ত পরিকল্পনায় নিউক্লীয় স্থাপনা নির্মাণের সময় যে কোনো চুরি, অন্তর্ঘাত, অননুমোদিত প্রবেশ বা অন্যান্য ক্ষতিকর কার্যকলাপের (malicious activity) বিরুদ্ধে প্রাথমিক অন-সাইট সাড়া দান প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর আইনের ধারা ২১ অনুযায়ী নিউক্লীয় স্থাপনার নকশা এবং নির্মাণ লাইসেন্সের আবেদনের সময় কর্তৃপক্ষের নিকট নিউক্লীয় স্থাপনার নির্মাণকালীন ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনা দাখিল করিবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) অনুযায়ী দাখিলকৃত পরিকল্পনাটি কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সাপেক্ষে অনুমোদন করিবে এবং অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর উহা বাস্তবায়ন করিবে।

(৫) নিউক্লীয় স্থাপনার নির্মাণ পর্যায়ে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার চাহিদাসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

- (ক) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনায় কম্পিউটার সিকিউরিটি এবং তথ্য সিকিউরিটি ব্যবস্থাসহ ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে;
- (খ) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনার নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করিবার পূর্বে, নির্মাণ সাইটের পরিধির চারপাশে অনুপ্রবেশ প্রতিরোধী অস্থায়ী বেটনী (temporary fence) স্থাপন করিবে এবং উহাতে জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলের জন্য অস্থায়ী যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থান থাকিবে;
- (গ) নির্মাণ সাইটের সীমানায় সিকিউরিটি অ্যালার্ম এবং আলোক সরঞ্জাম স্থাপন করিতে হইবে এবং গার্ড ইউনিট সীমানার অভ্যন্তরে বেটনী বরাবর রাত্রিকালীন টহল দিবে এবং গার্ডরুম ও টহলরত গার্ডদের মধ্যে টেলিফোন এবং রেডিও যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে;

- (ঘ) অস্থায়ী যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থানে ও সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ এলাকায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান প্রবেশ দ্বার (turnstiles), ভিডিও-নজরদারি ক্যামেরা ও টেলিভিশন, প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, জরুরি বহিঃগমন ব্যবস্থা এবং যানবাহন চলাচলের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;
- (ঙ) যানবাহনের তল্লাশি এলাকায় অস্থায়ী যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থান থাকিবে যাহা গেট খোলা শনাক্তকরণ সেন্সর, ভিডিও নজরদারি ক্যামেরা ও টেলিভিশন, প্রতিবন্ধকতা, তল্লাশির সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদি (devices) দ্বারা সজ্জিত থাকিবে;
- (চ) নির্মাণাধীন নিউক্লীয় স্থাপনার সীমানা প্রাচীর বরাবর স্থাপিত অনুপ্রবেশ শনাক্তকরণ যন্ত্রাদি হইতে প্রতিক্রিয়া সংকেত (response signals) এবং ভিডিও-নজরদারি ক্যামেরা হইতে ভিডিও তথ্য অস্থায়ী গার্ড রুমের মনিটরে প্রদর্শিত হইতে হইবে;
- (ছ) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর বিদ্যমান নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর নিউক্লীয় স্থাপনার নির্মাণ কাজের সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করিবে এবং তদলক্ষ্যে, নির্মাণাধীন ইউনিট হইতে বিদ্যমান ইউনিটকে পৃথক করিবার জন্য বেটনী স্থাপন করিতে হইবে;
- (জ) নিউক্লীয় স্থাপনার সুরক্ষিত এলাকায় স্থায়ী বেটনী নির্মাণ, সজ্জিতকরণ এবং কমিশনিং সম্পন্ন হইলে স্থাপনার অস্থায়ী বেটনী প্রয়োজনবোধে অপসারণ করিতে হইবে।
- (৬) নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ, ইনস্টলেশন এবং প্রি-কমিশনিং এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হইবে নিম্নরূপ, যথা:—
- (ক) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ অথবা ইনস্টলেশন কার্যক্রম শুরু করিবার পূর্বে, অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃক সিকিউরিটি বিভাগ ও গার্ড ইউনিট এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ডিজাইনার, ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ ও ইনস্টলেশন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত মূল ঠিকাদার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে 'ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজরি কমিশন' গঠন করিবে;
- (খ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজরি কমিশন নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:—
- (অ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ এবং ইনস্টলেশনের সময়সূচি এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;
- (আ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণে সম্পাদিত কাজের মান এবং ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার কাজের দলিলাদি ও নির্মাণ সংক্রান্ত বিধি-বিধানের সহিত সামঞ্জস্যতা পর্যালোচনা;

- (ই) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণের ধাপ ও পর্যায়ের সমাপ্তি এবং প্রয়োজনে যেকোনো কর্মক্ষমতা যাচাইকরণ;
- (ঈ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ পর্যায়ের সফল সমাপ্তির ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;
- (গ) ত্রুটি শনাক্ত করিবার ক্ষেত্রে, অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ত্রুটি এবং মন্তব্য দূর করিবার শর্তাবলি নির্দিষ্ট করিয়া একটি প্রোগ্রাম প্রস্তুত করিবে;
- (ঘ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজরি কমিশন শনাক্তকৃত ত্রুটিসমূহ লঘুতর মনে করিলে উহা অগ্রগতি প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হইতে হইবে এবং উক্ত ত্রুটি গুরুতর হইলে উহা অপসারণের পর ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজরি কমিশন উহা পুনঃপরীক্ষা করিবে;
- (ঙ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণের সকল ধাপ এবং পর্যায় সম্পন্ন হইলে, ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজরি কমিশন ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কমিশনিং এবং উহা পরীক্ষামূলক পরিচালনায় যাইবে কিনা তাহার সার্বিক অগ্রগতি যাচাই করিবে;
- (চ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজরি কমিশন এর সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কমিশনিং এর প্রস্তুতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

১৯। ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কমিশনিং।—(১) কোনো নিউক্লীয় স্থাপনার কমিশনিং কার্যক্রম শুরু করিবার পূর্বে, অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনার কমিশনিংকালীন ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে।

(২) নিউক্লীয় স্থাপনার কমিশনিংকালীন ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে, যথা:—

- (ক) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কমিশনিং এর জন্য নিম্নবর্ণিত সাংগঠনিক ব্যবস্থাসমূহ, যথা:—
- (অ) টার্মস-অফ-রেফারেন্স ও কমিশনিং সংক্রান্ত কাজের পর্যায়সমূহের বিবরণ;
- (আ) প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রণমূলক এবং প্রশাসনিক নথিপত্রের তালিকা;
- (ই) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কমিশনিংয়ের জন্য মান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি;
- (ঈ) ভৌত সুরক্ষা কর্মীদের ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত সম্পৃক্ততা এবং প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা;
- (উ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়াদির রেকর্ডিং ও সংরক্ষণ পদ্ধতিসমূহ এবং ব্যবহৃত লক (locks) এবং 'কি'সমূহের (keys) নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা;



- (উ) ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা (compensating measures);
- (ঋ) আপদকালীন পরিকল্পনা;
- (এ) ভৌত সুরক্ষার অভ্যন্তরীণ বিধি এবং নির্দেশাবলী;
- (খ) ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থা পরীক্ষণ প্রোগ্রাম, পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া;
- (গ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য কম্পিউটার সিকিউরিটি এবং তথ্য সিকিউরিটি ব্যবস্থার মূল্যায়ন;
- (ঘ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষণ প্রোগ্রাম, পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া।

(৩) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর আইনের ধারা ২১ অনুযায়ী নিউক্লীয় স্থাপনার কমিশনিং লাইসেন্স বা কমিশনিং ও পরিচালনা লাইসেন্সের আবেদনের সময় গোপনীয়তার সহিত কর্তৃপক্ষের নিকট অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ ও ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতার মূল্যায়নের হালনাগাদ প্রতিবেদনসহ নিউক্লীয় স্থাপনার কমিশনিংকালীন ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনা দাখিল করিবে।

(৪) নিউক্লীয় স্থাপনায় একাধিক ইউনিট নির্মাণাধীন থাকিলে যে কোনো ইউনিটের কমিশনিং লাইসেন্স বা কমিশনিং ও পরিচালনা লাইসেন্সের আবেদনের ক্ষেত্রে নির্মাণাধীন অন্যান্য ইউনিটে গৃহীত ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সহিত সমন্বয় করিয়া নিউক্লীয় স্থাপনার কমিশনিংকালীন ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহা গোপনীয়তার সহিত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৩) বা (৪) অনুযায়ী দাখিলকৃত পরিকল্পনাটি কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের সাপেক্ষে অনুমোদন করিবে এবং অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর উহা বাস্তবায়ন করিবে।

(৬) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কমিশনিং এর জন্য একটি সময়সূচি এবং প্রোগ্রাম প্রণয়ন করিবে যাহাতে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কমিশনিং সম্পাদনের ধাপ এবং পরীক্ষণের ধরনসমূহ নির্ধারিত থাকিবে।

(৭) উপ-প্রবিধান (৬) এর অধীন প্রণীত কমিশনিং সময়সূচি, প্রোগ্রাম, ম্যানুয়াল ও প্রসিডিউর এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নিউক্লীয় স্থাপনার কমিশনিংকালীন ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক পরিচালনা সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৮) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিউক্লীয় স্থাপনার কমিশনিংকালীন ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনা অনুমোদনের পর অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার পরীক্ষাসমূহ সম্পন্ন করিবে।

(৯) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষাসমূহের মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, এবং তত্ত্বাবধায়নের জন্য একটি 'ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কমিশনিং কমিশন' গঠন করিবে এবং উক্ত কমিশনে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃক নিউক্লীয় স্থাপনার সিকিউরিটি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার ডিজাইনার, মূল ঠিকাদার এবং ইনস্টলেশন অথবা ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কমিশনিং এর দায়িত্বে নিয়োজিত বিশেষায়িত সংস্থা, স্থাপনা নির্মাণের দায়িত্বশীল মূল ঠিকাদার, সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(১০) ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থা কমিশনিং এর সময়, কার্যকরী সিস্টেম এবং সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার পরীক্ষা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পন্ন করিতে হইবে এবং বিদ্যমান ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার স্বতন্ত্র উপাদানসমূহের উন্নয়ন করিবার সময়, ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার সহিত সমন্বয় নিশ্চিত করিয়া ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার উক্ত উপাদানসমূহের গ্রহণযোগ্যতা সম্পন্ন করিতে হইবে।

(১১) উপ-প্রবিধান (৮) ও (১০) এর অধীন পরীক্ষার ফলাফলের প্রতিবেদনসমূহ নথিভুক্ত করিতে হইবে, এবং গ্রহণযোগ্যতার সনদপত্রসমূহ ও গ্রহণযোগ্যতার ফলাফলসমূহ ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার সমগ্র পরিসেবা জীবনে নিউক্লীয় স্থাপনায় রাখিতে হইবে।

(১২) কারিগরি বিবরণ সম্বলিত টার্মস-অফ-রেফারেন্সের চাহিদাসমূহ, ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার মূল নকশা, অনুমোদিত নিউক্লীয় স্থাপনার কমিশনিংকালীন ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যতা নিরীক্ষাকরণ এবং ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কমিশনিং কমিশন কর্তৃক প্রাসঙ্গিক গ্রহণযোগ্যতা সনদপত্রসমূহ অনুমোদনের পর ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কমিশনিং কমিশন কর্তৃক ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থাকে পরীক্ষামূলক পরিচালনায় রাখিতে হইবে।

(১৩) অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগ উহার গার্ড ইউনিটসহ পরীক্ষামূলক পরিচালনা সম্পন্ন করিবে এবং ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থাসহ ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সকল পদ্ধতি ও উপাদানসমূহ উহাদের নকশা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্যকর কিনা তাহা মূল্যায়ন করিবে।

(১৪) ভৌত সুরক্ষার কমিশনিং পরিকল্পনায় পরীক্ষামূলক পরিচালনার প্রত্যাশিত সময়কাল নির্ধারণ করিতে হইবে।

(১৫) পরীক্ষামূলক পরিচালনা শেষ হইবার পর অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগ ফলাফলসমূহের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

(১৬) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কমিশনিং কমিশন উপ-প্রবিধান (১৫) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিবে এবং ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তুতির গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করিবে।

(১৭) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর সাড়াদান বাহিনী হইতে অননুমোদিত কাজের সাড়াদানে তাহাদের প্রস্তুতির বিষয়টি নিশ্চিত হইবে।

(১৮) উপ-প্রবিধান (১৬) ও (১৭) এ উল্লিখিত কার্যক্রমের ফলাফল ইতিবাচক হইলে, অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তুতির গ্রহণযোগ্যতা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(১৯) উপ-প্রবিধান (১৮) অনুযায়ী প্রাপ্ত ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তুতির গ্রহণযোগ্যতা কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের সাপেক্ষে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার স্থায়ী পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করিবে।

(২০) কর্তৃপক্ষ এবং প্রয়োজনে উহার কারিগরি সহায়ক সংস্থা, ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক পরিচালনসহ ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কমিশনিংয়ের সময়ে এগ্রিড হোল্ড ও উইটনেস পয়েন্ট যাচাই করিবার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক পরিদর্শন পরিচালনা করিবে।

(২১) নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী পরিচালনায় যাইবার পূর্বে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর তাহার অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের ভৌত সুরক্ষা কর্মীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করিবে।

(২২) নিউক্লীয় স্থাপনায় নিউক্লীয় পদার্থ সরবরাহের অনূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে সার্বক্ষণিক পরিচালনা করিতে হইবে।

(২৩) নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে, প্রথমবার নিউক্লীয় জ্বালানি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট সাইটে আনিবার পূর্বে ফ্রেস নিউক্লীয় জ্বালানি সংরক্ষণাগারের জন্য ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন এবং উহা পূর্ণরূপে পরিচালনা করিতে হইবে।

**ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে—**

- (ক) ‘এগ্রিড হোল্ড পয়েন্ট’ বলিতে এরূপ একটি বাধ্যতামূলক যাচাইকরণ পয়েন্টকে বুঝাইবে যাহার বাহিরে কোনো কাজের প্রক্রিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত অগ্রসর হইতে পারিবে না।
- (খ) ‘উইটনেস পয়েন্ট’ বলিতে কাজের প্রক্রিয়ার একটি চিহ্নিত পয়েন্টকে বুঝাইবে যেখানে কর্তৃপক্ষ কাজসমূহের যে কোনো উপাদান, পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া পর্যালোচনা, উইটনেস, পরিদর্শন বা পরীক্ষা করিতে পারে তবে প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াও পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইতে পারে।

### পঞ্চম অধ্যায়

#### পরিচালনাধীন নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা

২০। পরিচালনাধীন নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার চাহিদাসমূহ।—(১) পরিচালনাধীন কোনো নিউক্লীয় স্থাপনায় অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের সময় উহার বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য ভৌত সুরক্ষার উল্লেখযোগ্য দলিলাদির তালিকা তফসিল ৪ অনুযায়ী প্রণয়ন করিবে এবং নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কার্যকারিতার সমস্ত পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়ন করিবে।

(২) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের সময় সরকার, ডিজাইন বেসিস শ্রেট কমিটি এবং অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর প্রয়োজনে প্রবিধান ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ অনুযায়ী, ক্ষেত্রমত, জাতীয় নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত হমকি মূল্যায়ন, ডিজাইন বেসিস শ্রেট এবং অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ ও ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতার মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে।

(৩) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর হমকি মূল্যায়ন বা ডিজাইন বেসিস শ্রেটের ভিত্তিতে নিউক্লীয় স্থাপনা পরিচালনাকালীন ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

- (ক) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা কাঠামো বিন্যাস এবং উহার স্বাভাবিক ও আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থায় পরিচালনার বিবরণ;
- (খ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহের জন্য দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের তালিকা;
- (গ) ভৌত সুরক্ষা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের তালিকা;
- (ঘ) সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতিতে ভৌত সুরক্ষা কর্মীদের জন্য পরিচালনা পদ্ধতি এবং ভৌত সুরক্ষা কর্মীদের দক্ষতা বজায় এবং মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা;
- (ঙ) ভৌত সুরক্ষা কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত গার্ড ইউনিটের সম্পৃক্ততা (rules of engagement) সংক্রান্ত নিয়মাবলি;
- (চ) ক্ষতিপূরণমূলক ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা (compensatory physical protection measures) প্রয়োগের পদ্ধতি;
- (ছ) অন-সাইটে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি;
- (জ) অভ্যন্তরীণ নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও পদ্ধতিসহ কম্পিউটার সিকিউরিটি এবং তথ্য সিকিউরিটির ব্যবস্থা;
- (ঝ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য মান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি;
- (ঞ) আপদকালীন পরিকল্পনা; এবং
- (ট) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্য কোনো উপাদান।

(৪) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর আইনের ধারা ২১ অনুযায়ী কোনো নিউক্লীয় স্থাপনার পরিচালনা লাইসেন্স বা কমিশনিং ও পরিচালনা লাইসেন্সের আবেদনের সময় গোপনীয়তার সহিত কর্তৃপক্ষের নিকট অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ ও ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতার মূল্যায়নের হালনাগাদ প্রতিবেদনসহ নিউক্লীয় স্থাপনা পরিচালনাকালীন ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনা দাখিল করিবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী দাখিলকৃত পরিকল্পনাটি কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন সাপেক্ষে অনুমোদন করিবে এবং অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর উহা বাস্তবায়ন করিবে।

(৬) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত লক এবং কি-সমূহ (keys) নিবন্ধন, সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি প্রণয়ন করিবে।

(৭) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা উপাদানসমূহের অকার্যকারিতার ক্ষেত্রে উহা নিরসন এবং ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করিবে।

(৮) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর পরিচালনাধীন নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষার অবস্থা সম্পর্কিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন তফসিল ৫ অনুযায়ী প্রত্যেক বৎসরের জানুয়ারী মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট গোপনীয়তার সহিত দাখিল করিবে।

২১। **সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশন নিয়ন্ত্রণের শর্তাবলি।**—(১) নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশন স্থাপন এবং উহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

(২) নিউক্লীয় স্থাপনার জন্য ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশন সুরক্ষিত এলাকায় হইতে হইবে এবং সুরক্ষিত থাকিতে হইবে যাহাতে হুমকি সত্ত্বেও উহার কার্যক্রম চলিতে পারে।

(৩) পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থায় সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশনের অ্যালার্মের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, সাড়াদানের সূচনা (initiation of response) এবং যোগাযোগের নিরবিচ্ছিন্নতার লক্ষ্যে উহার সামগ্রিক কার্যক্রম নিশ্চিত করিবার জন্য একটি ব্যাকআপ অ্যালার্ম স্টেশন সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশনে প্রবেশাধিকার (access) বা প্রবেশ কঠোরভাবে সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৫) নিউক্লীয় স্থাপনার সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের কর্মী দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং অনূ্যন ২ (দুই) জন কর্মীর সমন্বয়ে একটি শিফট ক্রমাগত সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশনে উপস্থিত থাকিবে।

(৬) রুটিন এবং আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থায় কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য নিউক্লীয় স্থাপনার অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের একজন কর্মীকে সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশনের সুপারভাইজার পদে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করিতে হইবে।

(৭) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কারিগরি উপাদানসমূহ হইতে প্রাপ্ত অনূ্যন নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে উহার সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশনে প্রদর্শিত হইতে হইবে, যথা:—

- (ক) অ্যালার্ম ও ব্যর্থ অ্যালার্ম;
- (খ) সশস্ত্রীকরণ (arming) ও নিরস্ত্রীকরণ (disarming);
- (গ) অন ও অফ সুইচিং;
- (ঘ) ভিডিও চিত্র।

(৮) যন্ত্রপাতির ত্রুটি বা অকার্যকারিতা, নিয়োগকৃত কর্মীদের ভুল বা অননুমোদিত কার্যক্রমের জন্য ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার তথ্যের ডাটাবেস বা আর্কাইভসমূহকে ক্ষতি বা নষ্ট হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে ডেটাবেস তথ্যের ব্যাক আপ রাখিতে হইবে এবং উহা নথিভুক্ত করিতে হইবে।

(৯) অ্যালার্মের পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং হস্তক্ষেপ (intervention) সম্পর্কিত সকল তথ্যের রেকর্ড অনূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য এবং ক্যামেরা রেকর্ডসহ অন্যান্য সকল তথ্য অনূন ৬ (ছয়) মাসের জন্য সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশনের আর্কাইভে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১০) পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য নিউক্লীয় স্থাপনার জন্য নিউক্লীয় স্থাপনার ধরণ এবং আকার বিবেচনা করিয়া উপ-প্রবিধান (৯) এ উল্লিখিত সময় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুরুত্ব-আনুপাতিক পদ্ধতির ভিত্তিতে হ্রাস করা যাইবে।

(১১) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কার্যাবলিতে ব্যবহারকারী শ্রেণিভেদ অনুযায়ী প্রবেশাধিকার (access) থাকিবে এবং উক্ত পদ্ধতি প্রতিটি অ্যালার্ম স্টেশনে বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

(১২) অ্যালার্ম স্টেশনের সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিউক্লীয় স্থাপনার অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের কর্মী হইবে।

(১৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী এবং সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এর পাসওয়ার্ড এবং ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করিয়া অ্যালার্ম স্টেশনের যন্ত্রপাতিতে প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(১৪) কারিগরি উপায়ে অ্যালার্ম স্টেশনে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব না হইলে, সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশনের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত লগ বইয়ে প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী তাহার কাজের শুরু এবং শেষের সময়কাল নিজ স্বাক্ষরসহ অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং উক্ত লগ বইসমূহ পরবর্তী রেফারেন্সের জন্য উহাতে সর্বশেষ এন্ট্রির তারিখ হইতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১৫) সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশন কর্মী, স্থাপনা ব্যবস্থাপনা পর্যদ, অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগ, গার্ড ইউনিট এবং সাড়াদান বাহিনীর মধ্যে দ্বি-মুখী ভয়েস যোগাযোগের জন্য একই ধরনের একাধিক (redundant), বিভিন্নমুখী (diverse), নিবেদিত (dedicated) এবং নিরাপদ (secured) ট্রান্সমিশন সিস্টেম সরবরাহ করিতে হইবে।

(১৬) সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশন, অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগ এবং উহার গার্ড ইউনিটের মধ্যে নিবেদিত (dedicated), দ্বি-মুখী ও নিরাপদ (secured) ভয়েস যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রদান করিতে হইবে এবং অননুমোদিত অপসারণের প্রচেষ্টাকে কার্যকরভাবে মোকাবেলার জন্য ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পাহারা পরিসেবা এবং সাড়াদান বাহিনী নিযুক্ত করিতে হইবে।

(১৭) সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশন কর্মী এবং অফ-সাইট সাড়াদান বাহিনী প্রয়োজনবোধে তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময় ব্যবধানে যোগাযোগ করিবে।

**২২। প্রশিক্ষণ এবং যোগ্যতার শর্তাবলি।—**(১) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর এই মর্মে নিশ্চিত করিবে যে, নিউক্লীয় সিকিউরিটি ও ভৌত সুরক্ষা যে সকল ব্যক্তির উপর নির্ভর করে তাহারা এইরূপে প্রশিক্ষিত এবং যোগ্য যে তাহারা তাহাদের দায়িত্ব বুঝিতে পারে এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতে পারে।

(২) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর তাহার জন্য অনুমোদিত নিউক্লীয় স্থাপনার সকল জনবলকে পর্যায়ক্রমে নিউক্লীয় সিকিউরিটি ও ভৌত সুরক্ষা সংক্রান্ত কার্যকর ব্যবস্থাসমূহ এবং নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংস্কৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করিবে এবং এতদসংক্রান্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করিবে এবং তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

(৩) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কোনো নিউক্লীয় স্থাপনার অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের ভৌত সুরক্ষার কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের মানদণ্ড প্রণয়ন করিবে যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত যোগ্যতা ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর, অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের কর্মীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করিবে এবং তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীন প্রণীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ভৌত সুরক্ষা এবং উহার কম্পিউটার নির্ভর ব্যবস্থা ও নেটওয়ার্কের উপর মৌলিক, উন্নত এবং বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে।

(৬) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে অনূন একবার মূল্যায়ন করিবে ও প্রয়োজনে হালনাগাদ করিবে এবং প্রতি বৎসরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

### ২৩। ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের শর্তাবলি।—

(১) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থা এবং উহার উপাদানসমূহের জন্য নকশা ও পরিচালনা সংক্রান্ত দলিল অনুসারে ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং উহা বাস্তবায়ন করিবে।

(২) ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্য পরিচালনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতির পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা করিতে হইবে, যথা:—

(ক) ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির কার্যকারিতার পরীক্ষা;

(খ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার মূল উপাদান এবং উহার আনুষঙ্গিক উপাদানসমূহ সঠিকভাবে স্থাপন, সজ্জিতকরণ এবং ক্রমাংকিত (calibrated) হইয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণে রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্রমাংকন (calibration) পরীক্ষা।

(৩) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ভৌত সুরক্ষার যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য একটি বাৎসরিক প্রতিরোধ ও সংশোধনমূলক (preventive and corrective) রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করিবে এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার জন্য লজিস্টিক ও কারিগরি সহায়তার একটি বাৎসরিক পরিকল্পনা এবং উহার কার্যকারিতা (operability) ও কারিগরি অবস্থা যাচাইয়ের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীন প্রণীত ও পরিকল্পিত কার্যক্রম এবং ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হইয়াছে মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও মতামত সম্বলিত একটি লিখিত প্রতিবেদন থাকিতে হইবে।

(৬) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার কোনো বিকল বা অকার্যকর উপাদান ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে সামগ্রিকভাবে যাহাতে প্রভাবিত করিতে না পারে তদুদ্দেশ্যে ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার একই ধরনের একাধিক (redundant) উপাদান ও কার্যাবলি এবং চলমান অপারেশন নিশ্চিতকরণে পর্যাপ্ত খুচরা যন্ত্রাংশ, আনুষঙ্গিক উপকরণ এবং যন্ত্রাংশ প্রদান করিবে।

(৭) ভৌত সুরক্ষার যন্ত্রপাতিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে অন্ততঃপক্ষে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

- (ক) ত্রুটিপূর্ণ, ক্ষতিগ্রস্ত, জীর্ণ আইটেম (worn-out items) এবং উপাদানসমূহ যাহা নির্ধারিত পরিসেবা জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে এবং মেরামত বা প্রতিস্থাপন প্রয়োজন তাহা শনাক্তকরণ;
- (খ) যন্ত্রপাতির প্যারামিটারের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী যাচাই ও সমন্বয়;
- (গ) ভৌত সুরক্ষার যন্ত্রপাতির অকার্যকারিতা এবং ত্রুটিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করা এবং প্রতিকার করা;
- (ঘ) ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার সমন্বয়যোগী পরিচালনা প্রস্তুতি; এবং
- (ঙ) ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার খুচরা-যন্ত্রাংশ এবং আনুষঙ্গিক উপকরণসমূহের পরিদর্শন এবং প্রয়োজনে উক্ত যন্ত্র বা উপকরণের পুনঃসরবরাহ।

(৮) অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগ ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবে, এবং ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার কারিগরি পরিচালনায় রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিসাবের রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যাহাতে অন্ততঃপক্ষে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ থাকিতে হইবে, যথা:—

- (ক) ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার পরিসেবাকালীন উপকরণসমূহের কার্যকারিতার সময়কাল সম্পর্কিত তথ্য;
- (খ) ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার উপকরণ সমূহের অকার্যকারিতা এবং অকার্যকারিতার মধ্যবর্তী প্রকৃত গড় সময় (mean time between failure) সম্পর্কিত তথ্য;
- (গ) ভৌত সুরক্ষার প্রকৌশল ও কারিগরি ব্যবস্থার উপকরণ সমূহের বন্ধন (fastening), চলমান রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত সংক্রান্ত তথ্য;
- (ঘ) খুচরা যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি এবং আনুষঙ্গিক কিট ব্যবহার এবং পুনঃসরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য।



## ষষ্ঠ অধ্যায়

## নিউক্লীয় স্থাপনায় নির্ধারিত এলাকার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা

২৪। **সাধারণ শর্তাবলি।**—(১) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর একটি নিউক্লীয় স্থাপনায় নিয়ন্ত্রিত এলাকা, সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা এবং সুরক্ষিত এলাকার প্রতিটি সীমানা ভৌত সুরক্ষার কারিগরি উপায়ে সজ্জিত করিবে যাহা অননুমোদিত কাজসমূহ শনাক্তকরণ, গার্ড ইউনিটের জবুরি তলব, পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার অ্যালার্ম স্টেশনে ভিডিও তথ্য প্রেরণ, এবং প্রকৌশলগত উপায়ে ভৌত সুরক্ষায় অনুপ্রবেশকারীদের অগ্রগতি বিলম্বিত করিবে।

(২) উপ-বিধান (১) এ উল্লিখিত এলাকাসমূহের সীমানায় অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের লক্ষ্যে উহা নিশ্চিহ্ন ও সম্পূর্ণরূপে সিকিউরিটি অ্যালার্ম ব্যবস্থার শনাক্তকরণ উপায়সমূহ এবং অপটোইলেক্ট্রনিক নজরদারির ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন ব্যবস্থার দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ উপায়সমূহের আওতায় রাখিতে হইবে।

(৩) গার্ড ইউনিটের কার্যক্রম এবং ভিডিও নজরদারি অপারেশন নিশ্চিতকরণে নিউক্লীয় স্থাপনায় নিয়ন্ত্রিত এলাকা, সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা ও সুরক্ষিত এলাকার সীমানা, বিল্ডিং, কাঠামো ও কক্ষসমূহ এবং অপটোইলেক্ট্রনিক নজরদারি ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন পদ্ধতি দ্বারা পর্যবেক্ষণের আওতাধীন স্থানসমূহ আলোকিতকরণের আওতায় থাকিতে হইবে।

(৪) প্রবেশাধিকার (access) বা প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত কি (key) এবং কম্পিউটারাইজড প্রবেশাধিকার (access) তালিকার মত কারিগরি উপায় ও পদ্ধতিসমূহ বিকৃতি বা জালিয়াতির মত বিষয়াদি হইতে সুরক্ষিত রাখিতে হইবে।

(৫) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনার অভ্যন্তরে নিউক্লীয় পদার্থ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে কিনা বা নিউক্লীয় পদার্থের অননুমোদিত অপসারণ ঘটয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণ, যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে।

(৬) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনায় নির্ধারিত এলাকাসমূহের ভৌত সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এই প্রবিধানমালার শর্তাবলীসহ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (International Atomic Energy Agency) এর নিউক্লীয় সিকিউরিটি সিরিজ নম্বর ২৭-জি এর টেবিল-৩ (FACILITY PHYSICAL PROTECTION MEASURES) অনুযায়ী উক্ত সংস্থার নিউক্লীয় সিকিউরিটি সিরিজ নম্বর-১৩ এর সুপারিশসমূহ মানিয়া চলিবে এবং এইক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার শর্তাবলি ও নিউক্লীয় সিকিউরিটি সিরিজ নম্বর-১৩ এর প্রযোজ্য সুপারিশসমূহের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে নিউক্লীয় সিকিউরিটি সিরিজ নম্বর-১৩ এর প্রযোজ্য সুপারিশসমূহ প্রাধান্য পাইবে।

ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে ‘নিউক্লীয় সিকিউরিটি সিরিজ নম্বর ২৭-জি’ বলিতে নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষার উপরে নিউক্লীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (International Atomic Energy Agency) এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করিবার জন্য উক্ত সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত গাইডলাইনকে বুঝাইবে যাহা “Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities” নামে অভিহিত।

২৫। নিয়ন্ত্রিত এলাকা, সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা এবং সুরক্ষিত এলাকার যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ।—(১) নিয়ন্ত্রিত এলাকা, সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা, সুরক্ষিত এলাকার প্রতিটি সীমানার মধ্য দিয়া জনসাধারণ ও যানবাহন যাতায়াত এবং প্যাকেজসমূহের পরিবহন পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থানসমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(২) নিষিদ্ধ আইটেমসমূহের একটি তালিকা অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে যাহা অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং নিষিদ্ধ আইটেমসমূহ নিয়ন্ত্রিত এলাকা, সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা এবং সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের বা বহনের অনুমতি পাইবে না।

(৩) নিউক্লীয় সিকিউরিটি ও ভৌত সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইটেমসমূহ উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত এলাকাসমূহে ব্যবহার ও বহন করিবার জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৪) নিউক্লীয় স্থাপনায় জনসাধারণ ও যানবাহনের জন্য স্বতন্ত্র যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থানসমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৫) অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগ তৎকর্তৃক প্রণীত এবং অপারেটর কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া নিউক্লীয় স্থাপনায় নির্ধারিত এলাকাসমূহে ব্যক্তি এবং যানবাহনের প্রবেশাধিকার (access) অনুমোদন করিবে এবং এতদসংক্রান্ত উপযুক্ত এন্ট্রি পাস প্রদান করিবে যাহা নিউক্লীয় স্থাপনায় সার্বক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান রাখিয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

(৬) গার্ড ইউনিট প্রতিটি যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থানে এন্ট্রি পাস যাচাইসহ প্রবেশ ও প্রস্থানকারী জনসাধারণ, যানবাহন ও প্যাকেজসমূহ তল্লাশি করিবে, তৎসংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিবে, ভিডিওতে রেকর্ড করিবে এবং তাহা যাচাইপূর্বক প্রবেশ বা প্রস্থানের অনুমতি প্রদান করিবে।

(৭) নিয়ন্ত্রিত এলাকা, সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা এবং সুরক্ষিত এলাকার প্রতিটি যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থানের মাধ্যমে জনসাধারণ, যানবাহন এবং প্যাকেজসমূহের যাতায়াতের তথ্য নিউক্লীয় স্থাপনায় সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৮) প্রবেশাধিকার (access) পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত এন্ট্রি পাসসমূহে অননুমোদিত ব্যক্তি অননুমোদিত প্রবেশের জন্য ব্যবহার করিতে পারে এইরূপ কোনো অন্তর্লিখন (inscriptions) বা চিহ্ন (signs) থাকিতে পারিবে না।

(৯) নিয়ন্ত্রিত এলাকা, সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা এবং সুরক্ষিত এলাকার প্রতিটি যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থানে উপযুক্ত প্রবেশাধিকার (access) পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, অ্যালার্ম ও কল সিগন্যালিং, আলোকসজ্জা এবং গার্ড ইউনিটের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা কারিগরি উপায়ে এইরূপে সজ্জিত করিতে হইবে যাহাতে উল্লিখিত ব্যবস্থাসমূহ একে অপরের সহিত এবং সিকিউরিটি বিভাগ ও সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশনের সহিত নির্বিঘ্নে যোগাযোগ করিতে পারে।

(১০) প্রতিটি যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থানের পরিস্থিতি অপটোইলেক্ট্রনিক নজরদারি ব্যবস্থার সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

(১১) প্রতিটি যানবাহন যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থানে স্থায়ী অ্যান্টি-র‍্যাম ডিভাইস ব্যবহার করিতে হইবে।

(১২) রেলওয়ে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থানসমূহে রেল পরিবহনের অননুমোদিত প্রবেশ রোধের লক্ষ্যে রেল কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কারিগরি ব্যবস্থা ব্যবহার করিতে হইবে।

(১৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থানে ফুল-হাইট লক বা ব্লকিং গেটওয়ারের মাধ্যমে প্রবেশ বা প্রস্থান সম্পন্ন করিতে হইবে।

(১৪) স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণ এবং প্রবেশাধিকার (access) বা প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৫) নিয়ন্ত্রিত এলাকা, সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা এবং সুরক্ষিত এলাকার প্রতিটি সীমানায় প্রবেশাধিকার (access) বা প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালনরত গার্ড ইউনিটকে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দলিলে বর্ণিত প্রত্যাশিত (anticipated) পরিস্থিতিতে স্বতন্ত্র বর্ম সুরক্ষা (armour protection) হিসেবে বুলেটপুফ ভেস্ট, হেলমেট ও অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করিতে হইবে।

**ব্যাখ্যা।**—এই প্রবিধানে ‘অ্যান্টি-র‍্যাম ডিভাইস’ বলিতে এইরূপ ডিভাইসকে বুঝাইবে যাহা যানবাহন জোরপূর্বক থামানোর প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে।

২৬। **সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা।**—(১) ক্যাটাগরি-III নিউক্লীয় পদার্থ সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকার মধ্যে থাকিবে এবং উক্ত এলাকার ভৌত সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রবিধান ২৪ ও ২৫ প্রযোজ্য হইবে।

(২) সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকার মধ্যে ক্যাটাগরি-III নিউক্লীয় পদার্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটরের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (prudent management procedure) মাধ্যমে যথাযথ ভৌত সুরক্ষার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে।

**ব্যাখ্যা।**—এই প্রবিধানে ‘বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (prudent management procedure)’ বলিতে সাধারণ বানিজ্যিক পরিবহনের ক্ষেত্রে কোন মূল্যবান সামগ্রীকে উহার অননুমোদিত অপসারণ বা অন্তর্গত হইতে সুরক্ষার নিমিত্তে প্রেরক, বাহক এবং প্রাপক কর্তৃক সচারাচর গৃহীত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে বুঝাইবে।

২৭। **সুরক্ষিত এলাকার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা।**—সুরক্ষিত এলাকায় ক্যাটাগরি-II নিউক্লীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকিবে এবং উক্ত এলাকার ভৌত সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রবিধান ২৪ ও ২৫-সহ অন্তত:পক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ পয়েন্টের সংখ্যা যতটা সম্ভব কম করিতে হইবে এবং সম্ভাব্য প্রবেশের সমস্ত পয়েন্ট যথাযথভাবে সুরক্ষিত এবং অ্যালার্ম দিয়ে সজ্জিত করিতে হইবে;

- (খ) কেবল সিকিউরিটি বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি এবং যানবাহনসমূহ সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করিতে পারিবে;
- (গ) সিকিউরিটি বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি এবং যানবাহনসমূহের তালিকা সিকিউরিটি বিভাগ যত দূত সম্ভব অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটরের নিকট প্রেরণ করিবে;
- (ঘ) এন্ট্রি পাসসমূহ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ স্থানসমূহে যাচাই করিতে হইবে এবং সুরক্ষিত এলাকার অভ্যন্তরে দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে;
- (ঙ) সুরক্ষিত এলাকায় যানবাহনের প্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং নির্ধারিত পার্কিং এলাকায় রাখিতে হইবে;
- (চ) কোনো ব্যক্তিগত মোটরযান সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করিতে পারিবে না;
- (ছ) অস্থায়ী মেরামত, পরিসেবা বা নির্মাণ শ্রমিক এবং অন্যান্য দর্শনার্থীদের সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ, বিচরণ, চলাচল ও তল্লাশি অনুমোদিত কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে;
- (জ) সুরক্ষিত এলাকার চারপাশে যেসকল খালি এবং খোলা স্থান রহিয়াছে তাহা পর্যাপ্তভাবে আলোকিত এবং ভৌত বাধা দ্বারা বেষ্টিত থাকিতে হইবে;
- (ঝ) সুরক্ষিত এলাকার চারপাশে ভৌত বাধাসমূহে অনুপ্রবেশ ডিটেক্টর এবং ভিডিও-নজরদারি ক্যামেরা স্থাপন করিতে হইবে;
- (ঞ) অনুপ্রবেশের সম্ভাব্য ঝুঁকির পয়েন্টসমূহ বিশেষ নজরদারির আওতায় আনিতে হইবে;
- (ট) অনুপ্রবেশ ডিটেক্টর ও ভিডিও নজরদারি ক্যামেরাসমূহ সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশনে এইরূপে সংযুক্ত থাকিতে হইবে যাহাতে উহাদের দ্বারা শনাক্তকৃত ঘটনাসমূহের অ্যালার্ম দ্রুততম সময়ে ও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা যায় এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়;
- (ঠ) সুরক্ষিত এলাকায় যেখানে নিউক্লীয় পদার্থ রহিয়াছে উক্ত স্থানের কি-সমূহ (keys) তৈরী বা উহার ধরন নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে উহা নকল করা বা উহাতে ব্যবহৃত পাসওয়ার্ডের পাঠোদ্ধার (decipher) করা সম্ভব না হয়;
- (ড) কি-সমূহ (keys) কে এবং কোথায় ব্যবহার করিতেছে এবং ব্যবহারের বৃত্তান্ত অনুসরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করিতে হইবে;
- (ঢ) পাসওয়ার্ডসমূহ সুরক্ষিত এবং পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করিতে হইবে এবং কোনো সন্দেহ বা বিপদের আশঙ্কা থাকিলে লক, কি (key) এবং পাসওয়ার্ডসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে;

- (গ) নিউক্লীয় স্থাপনার অভ্যন্তরে নিউক্লীয় পদার্থের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে নিউক্লীয় পদার্থসমূহকে উহার ক্যাটাগরি বা শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সংরক্ষণের জন্য সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখিতে হইবে এবং নিউক্লীয় পদার্থ, কন্টেইনার এবং ব্যবহৃত সীলসমূহের শুদ্ধতা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হইয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;
- (ত) জরুরি স্থানান্তর অনুশীলন (emergency evacuation exercise), রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত বা নিউক্লীয় স্থাপনার কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদী বন্ধ (suspension) থাকাকালীন সময় সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং উক্ত পরিস্থিতির পরবর্তীতে, পুনরায় কাজ শুরুর পূর্বে, নিউক্লীয় স্থাপনার কার্যক্রম দীর্ঘ মেয়াদী বন্ধ (suspension) থাকাকালীন সময় ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থায় অননুমোদিত অথবা ক্ষতিকর কর্ম সাধনের চেষ্টা হইয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;
- (থ) গার্ড ইউনিট দৈব চয়ন টহল (random patrolling) পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া দুরূহিকারীকে প্রতিরোধ, অনুপ্রবেশ শনাক্তকরণ, ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহ সরজমিনে পরিদর্শন, বিদ্যমান ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূরককরণ এবং প্রাথমিক সাড়া দান প্রদান করিবে;
- (দ) চুরি ও অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;
- (ধ) সুরক্ষিত এলাকার ভৌত সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

২৮। **অপরিহার্য এলাকার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা।**—সুরক্ষিত এলাকায় গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ ছাড়াও অপরিহার্য এলাকায় নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) সুরক্ষিত এলাকায় অধিক কর্মচারী কর্মরত রহিয়াছে এইরূপ স্থানে অপরিহার্য এলাকা স্থাপন করা যাইবে না;
- (খ) অভ্যন্তরস্থ ছাদ, দেয়াল ও মেঝে এইরূপে নকশা প্রণয়ন এবং নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে অনুপ্রবেশ রোধ করা যায়;
- (গ) সমস্ত জরুরি বহিঃদ্বার ও অন্যান্য সম্ভাব্য প্রবেশদ্বারসমূহ অনুপ্রবেশ শনাক্ত ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা দ্বারা সজ্জিত করিতে হইবে এবং সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশনের সহিত এতদসংক্রান্ত একটি অ্যালার্ম সিস্টেম সংযুক্ত করিতে হইবে;
- (ঘ) অপরিহার্য এলাকায় শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিতে পারিবে;

- (ঙ) অপরিহার্য এলাকায় প্রবেশ এবং প্রস্থান স্থানসমূহ এইরূপে বিন্যস্ত করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের সংখ্যা ন্যূনতম হয়;
- (চ) অপরিহার্য এলাকায় অভ্যন্তরীণ হুমকি মোকাবেলার জন্য দুই বা ততোধিক অনুমোদিত কর্মী দ্বারা দুই-ব্যক্তি নিয়ম (two-person rule) অনুসরণপূর্বক সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে;
- (ছ) যাহাদের অস্থায়ী বা এককালীন এন্ট্রি পাস রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিগণের সহিত নিউক্লীয় স্থাপনার গার্ড ইউনিটের অনুমোদিত ব্যক্তি থাকিতে হইবে;
- (জ) অপরিহার্য এলাকায় ব্যক্তিগত যানবাহন প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে হইবে;
- (ঝ) নিউক্লীয় পদার্থ রাখা হয়, এইরূপ স্থান তালাবদ্ধ রাখিতে হইবে ও যখন অব্যবহৃত থাকিবে তখন অ্যালার্মসমূহ সক্রিয় করিতে হইবে এবং তাহার 'কি'সমূহ (keys) সীমিত সংখ্যায় ও সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে রাখিতে হইবে;
- (ঞ) নিউক্লীয় পদার্থ, সরঞ্জাম, পদ্ধতি বা ডিভাইসসমূহ একক বা যৌথভাবে অন্তর্গত এর সম্মুখীন হইতে পারে এইরূপ পরিস্থিত বিবেচনায় আনিয়া ডিজাইন বেসিস শ্রেট এবং অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন এর বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া অপরিহার্য এলাকায় প্রয়োজনীয় ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;
- (ট) দর্শনার্থীদের সহিত থাকা গার্ড ইউনিটের কর্মীরা দর্শনার্থীদের ক্রিয়াকলাপ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করিবে এবং অপরিহার্য এলাকায় তাহাদের অনিয়ন্ত্রিত উপস্থিতি রোধ করিবে;
- (ঠ) শাটডাউন ও রক্ষণাবেক্ষণের সময়কালে, অপরিহার্য এলাকায় কঠোরভাবে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে;
- (ড) রিঅ্যাক্টর স্টার্ট-আপের পূর্বে, শাটডাউন বা রক্ষণাবেক্ষণের সময় সংঘটিত হইতে পারে এইরূপ কোনো টেম্পারিং শনাক্তকরণের জন্য অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা করিতে হইবে;
- (ঢ) অপরিহার্য এলাকায় প্রবেশের এবং অপরিহার্য এলাকার প্রবেশাধিকার (access) নিয়ন্ত্রণ করা যায় এইরূপ 'কি'সমূহ (keys), কি-কার্ডসমূহ (keycards), কম্পিউটার সিস্টেম ও অন্যান্য সিস্টেম ব্যবহারের ও ব্যবহারকারীর রেকর্ড রাখিতে হইবে;
- (ণ) অপরিহার্য এলাকার ভৌত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

**ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে—**

- (ক) 'দ্বৈত-ব্যক্তি নিয়ম (two-person rule)' বলিতে এইরূপ নিয়মকে বুঝাইবে যাহা অনুসরণপূর্বক নিউক্লীয় পদার্থ এবং নিউক্লীয় স্থাপনাসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত কার্যক্রমে অন্যান্য দুইজন অনুমোদিত ও যোগ্য (knowledgeable) ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অননুমোদিত প্রবেশ বা কার্যক্রম রোধ বা শনাক্ত করা যায়;
- (খ) 'অভ্যন্তরীণ হমকি' বলিতে অভ্যন্তরীণ-দুষ্কৃতিকারী হইতে হমকিকে বুঝাইবে।

২৯। ভৌত সুরক্ষার আওতাভুক্ত ভবন, কাঠামো এবং কক্ষের সাধারণ শর্তাবলি।—(১) ক্যাটাগরি-II ও ক্যাটাগরি-III নিউক্লীয় পদার্থ, উচ্চ ও মাঝারি প্রভাবের অন্তর্গতের-লক্ষ্যবস্তুরসমূহ এবং অন্যান্য ভৌত সুরক্ষা বিষয়বস্তুরসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল কক্ষের প্রবেশ দ্বার ও নির্গমনের পথ ভৌত সুরক্ষার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় শনাক্তকরণ, প্রবেশাধিকার (access) পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অপটোইলেকট্রনিক্স নজরদারির জন্য উপযুক্ত যন্ত্রাদির (devices) মাধ্যমে বিন্যস্ত করিতে হইবে।

(২) যে সকল ভবন, কাঠামো এবং কক্ষসমূহে ভৌত সুরক্ষা বিষয়বস্তুরসমূহ রহিয়াছে উহাদের সম্ভাব্য অনুপ্রবেশের স্থানসমূহ হ্যাচ, ল্যাটিস, ইত্যাদি ভৌত বাধা দ্বারা বিন্যস্ত ও অবরুদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) কোনো ভবন ও কাঠামোর দেয়াল সুরক্ষিত এলাকার সীমানার সহিত মিলিত হইলে উহা সুরক্ষিত এলাকার সীমানা সুরক্ষার্থে ব্যবহৃত কারিগরি উপাদানসমূহ দ্বারা সুরক্ষিত রাখিতে হইবে।

**সপ্তম অধ্যায়****নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থাকালীন ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা**

৩০। আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থাকালীন ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি পদক্ষেপ।—(১) জাতীয় পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয়তা বিষয়ক জরুরি অবস্থায় প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনা (National Nuclear and Radiological Emergency Preparedness and Response Plan) অনুসারে অন-সাইট এবং অফ-সাইট জরুরি পরিকল্পনাসমূহ প্রণীত এবং বাস্তবায়িত হইতে হইবে যাহাতে অন্তর্গত, ডিজাইন বেসিস শ্রেট বহির্ভূত হমকি, মানব ত্রুটি, যন্ত্রপাতি বিকল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবসমূহ প্রশমিত বা হাস করা যায়।

(২) আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থায় অধিকতর ক্ষতি রোধ, নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনা সুরক্ষিত করা এবং জরুরি সেবা প্রদানকারী কর্মী ও সরঞ্জামাদি রক্ষার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, এজেন্সি, সংস্থা, অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর এবং কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় একটি আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত আপদকালীন পরিকল্পনায় এতদসংক্রান্ত উদ্দেশ্যসমূহ, এতদসংশ্লিষ্ট যথাযথ কর্তৃপক্ষসমূহ ও দায়িত্বসমূহ এবং নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনার বিরুদ্ধে ডিজাইন বেসিস শ্রেট বহির্ভূত অন্তর্গত ও হমকিসমূহ মোকাবেলায় সমন্বিত ও কার্যকর সাড়াদানের বিস্তারিত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত আপদকালীন পরিকল্পনা প্রবিধান ৭ এর উপ-প্রবিধান (৬) ও প্রবিধান ২০ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর দফা (ঞ) এর অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃক প্রণীত আপদকালীন পরিকল্পনার সম্পূরক হইবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত জরুরি পরিকল্পনাসমূহ এবং উপ-প্রবিধান (২) ও (৪) এ উল্লিখিত আপদকালীন পরিকল্পনাসমূহ বিস্তারিত ও একে অপরের পরিপূরক হইবে এবং পরিকল্পনাসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করিতে হইবে।

(৬) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত জরুরি পরিকল্পনাসমূহ এবং উপ-প্রবিধান (২) ও (৪) এ উল্লিখিত আপদকালীন পরিকল্পনাসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তি যোগ্য ও উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত হইতে হইবে এবং প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে।

(৭) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত জরুরি পরিকল্পনাসমূহ এবং উপ-প্রবিধান (২) ও (৪) এ উল্লিখিত আপদকালীন পরিকল্পনাসমূহে আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থায় নিউক্লীয় সিকিউরিটি ও ভৌত সুরক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে এবং এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য আদেশের পালক্রম (chain of command) নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৮) দুর্ভুক্তকারী কর্তৃক নিউক্লীয় স্থাপনার বিরুদ্ধে স্ট্যান্ডঅফ হামলা (standoff attack) বা নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনাসমূহের বিরুদ্ধে উচ্চ প্রভাবের অন্তর্ঘাত বা উহার চেটার কারণে অথবা গুরুতর নিউক্লীয় সিকিউরিটি ঘটনার কারণে ডিজাইন বেসিস থ্রেট বহির্ভূত হমকিসমূহ অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হইলে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর ও সরকার, ক্ষেত্রমত, উক্ত হমকিসমূহ উপ-প্রবিধান (১) উল্লিখিত জরুরি পরিকল্পনাসমূহ এবং উপ-প্রবিধান (২) ও (৪) এ উল্লিখিত আপদকালীন পরিকল্পনাসমূহের মাধ্যমে মোকাবেলা করিবে।

(৯) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত জরুরি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র এই মর্মে নিশ্চিত করিবে যে, সাড়াদান বাহিনী, অন্যান্য জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডার এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহ সাইট এবং নিউক্লীয় পদার্থের অবস্থানসমূহের সহিত পরিচিত এবং নিউক্লীয় সিকিউরিটি, নিউক্লীয় নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রহিয়াছে, যাহাতে তাহারা নিউক্লীয় সিকিউরিটি ও নিউক্লীয় নিরাপত্তার উপর সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সাড়াদান কর্ম পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত থাকিতে পারে।

(১০) এই প্রবিধান অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাড়াদান বাহিনীকে প্রশিক্ষিত এবং পর্যাপ্তভাবে সজ্জিত করিতে হইবে।

(১১) সাংগঠনিক ব্যবস্থাসমূহ এবং যোগাযোগের ব্যবস্থাসমূহ এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে যাহাতে আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থায় তথ্যের যথাযথ প্রবাহ বজায় থাকে।



**ব্যাখ্যা।**—এই প্রবিধানে ‘স্ট্যান্ডঅফ হামলা (standoff attack)’ বলিতে এইরূপ আক্রমণকে বুঝাইবে যাহা বিমান, জাহাজ, সাবমেরিন বা স্থল হইতে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া দূর হইতে লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাইতে পারে।

### অষ্টম অধ্যায়

#### নিউক্লীয় স্থাপনার ডিকমিশনিং এর সময় ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা

৩১। নিউক্লীয় স্থাপনার ডিকমিশনিং এর সময় ভৌত সুরক্ষার ব্যবস্থা।—(১) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনার ডিকমিশনিং এর অভিপ্রায় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(২) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনার ডিকমিশনিং এর পূর্বে গুরুত্ব-আনুপাতিক পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া নিউক্লীয় স্থাপনা পরিচালনার পরিবর্তন, স্থাপনার ধরন এবং সংশোধিত ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ বিবেচনা করিয়া এবং নিউক্লীয় স্থাপনার পরিচালনা, সেফটি, সিকিউরিটি ও সেফগার্ডস বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগসমূহের কার্যক্রমের সহিত সমন্বয় করিয়া নিউক্লীয় স্থাপনার ডিকমিশনিংকালীন ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য গোপনীয়তার সহিত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) অনুযায়ী দাখিলকৃত পরিকল্পনাটি কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন সাপেক্ষে অনুমোদন করিবে এবং অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর উহা বাস্তবায়ন করিবে।

(৪) নিউক্লীয় স্থাপনার ডিকমিশনিং এর প্রতিটি পর্যায়ে সুরক্ষিত এলাকা, ভবন, কাঠামো এবং কক্ষ হইতে কতিপয় নিউক্লীয় পদার্থ অপসারণের ফলে সেখানে অবশিষ্ট নিউক্লীয় পদার্থসমূহের ক্যাটাগরি পরিবর্তনের সহিত সম্পর্কিত হুমকি পরিবর্তনের একটি বিশ্লেষণ পরিচালনা করিতে হইবে।

(৫) নিউক্লীয় স্থাপনার ডিকমিশনিং এর পরে সুরক্ষিত এলাকায় অবশিষ্ট অপরিবর্তিত ভৌত সুরক্ষা উপাদানের শ্রেণিসমূহে সাংগঠনিক ব্যবস্থার কাঠামো, ভৌত সুরক্ষা কর্মী এবং ভৌত সুরক্ষা উপাদান একই রকম থাকিবে।

(৬) সুরক্ষিত এলাকায় সমস্ত নিউক্লীয় পদার্থ অপসারণের পরে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং কাঠামো অবশিষ্ট না থাকিলে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার সাংগঠনিক ব্যবস্থা, ভৌত সুরক্ষা কর্মী এবং যন্ত্রপাতি প্রত্যাহার করা যাইবে এবং এলাকাসমূহ কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনা ও প্রয়োজনবোধে পরিদর্শন সাপেক্ষে সুরক্ষিত এলাকার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া যাইবে।

### নবম অধ্যায়

#### পরিদর্শন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ

৩২। অভ্যন্তরীণ পরিদর্শন।—(১) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর প্রতি ৬ (ছয়) মাসে ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ণয় এবং উহার পরিকল্পনা ও পদ্ধতিসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার জন্য অভ্যন্তরীণ পরিদর্শন পরিচালনা করিবে এবং এতদসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তসহ একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে ও সংরক্ষণ করিবে।

(২) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর অভ্যন্তরীণ পরিদর্শনের সময় চিহ্নিত সমস্যাসমূহের বিষয়ে যত দূর সম্ভব সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং অভ্যন্তরীণ পরিদর্শনের পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশোধনমূলক পদক্ষেপসহ (যদি থাকে বা না থাকে তাহা উল্লেখপূর্বক) প্রস্তুতকৃত অভ্যন্তরীণ পরিদর্শন প্রতিবেদন গোপনীয়তার সহিত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

৩৩। **নিয়ন্ত্রণমূলক পরিদর্শন।**—(১) এই প্রবিধানমালার নিয়ন্ত্রণমূলক চাহিদাসমূহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ ঘোষিত ও অঘোষিত নিয়ন্ত্রণমূলক পরিদর্শনের মাধ্যমে, অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটরের নিউক্লীয় পদার্থ ও নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতাসমূহ নির্ধারণ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ অন্যান্য ২ (দুই) জন ব্যক্তির সমন্বয়ে তৎকর্তৃক গঠিত পরিদর্শন দলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক পরিদর্শন কার্য পরিচালনা করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উহার পরিদর্শন দলের সদস্যদের রুলস-অব-বিজনেস নির্ধারণ করিবে।

(৪) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর কর্তৃপক্ষের ঘোষিত বা অঘোষিত নিয়ন্ত্রণমূলক পরিদর্শন নির্বিঘ্নে ও যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন গঠিত পরিদর্শন দলের সদস্যদের নিউক্লীয় স্থাপনায় প্রবেশের যথাযথ এন্ট্রি পাসের ব্যবস্থা করিবে এবং উক্ত দলকে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করিবে।

৩৪। **ব্যবস্থা গ্রহণ (enforcement)**।—(১) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর অননুমোদিত কাজের বিরুদ্ধে তৎকর্তৃক গৃহীতব্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত রুলস-অব-বিজনেস প্রণয়ন করিবে যাহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর চুরি, অন্তর্ঘাত, অননুমোদিত প্রবেশ বা নিউক্লীয় পদার্থ ও স্থাপনাকে লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য অননুমোদিত প্রচেষ্টা ও ঘটনাসমূহের বিষয়ে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত রুলস-অব-বিজনেস অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (enforcement) নিশ্চিত করিয়া অবিলম্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাকে অবহিত করিবে।

(৩) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর সংঘটিত নিউক্লীয় সিকিউরিটি ঘটনার বিষয়ে গৃহীত এবং পরিকল্পিত ব্যবস্থাসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৪) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর নিউক্লীয় স্থাপনা ও নিউক্লীয় পদার্থের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষতিকর প্রচেষ্টার সন্দেহ করিলে কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে পরিস্থিতি অবহিত করিবে।

(৫) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অপারেটর আইন বা এই প্রবিধানমালার কোন বিধান লংঘন করিলে কর্তৃপক্ষ আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

## তফসিল ১

[প্রবিধান ২ (২৯) দ্রষ্টব্য]

## নিউক্লীয় পদার্থের শ্রেণিবিন্যাস (Categorization)

		ক্যাটাগরি (Categories)		
নিউক্লীয় পদার্থ	ফর্ম (Form)	I	II	III <sup>g</sup>
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১। প্লুটোনিয়াম <sup>ক</sup>	আনইর্যাডিয়েটেড <sup>খ</sup>	২ কেজি বা তদূর্ধ্ব	২ কেজির কম কিন্তু ৫০০ গ্রামের অধিক	৫০০ গ্রাম বা ইহার কম কিন্তু ১৫ গ্রামের অধিক
২। ইউরেনিয়াম-২৩৫	আনইর্যাডিয়েটেড <sup>খ</sup>			
	২০% বা অধিক ইউরেনিয়াম-২৩৫ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম	৫ কেজি বা তদূর্ধ্ব	৫ কেজির কম কিন্তু ১ কেজির অধিক	১ কেজি বা ইহার কম কিন্তু ১৫ গ্রামের অধিক
	১০% বা অধিক কিন্তু ২০% এর কম ইউরেনিয়াম-২৩৫ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম		১০ কেজি বা ইহার অধিক	১০ কেজির কম কিন্তু ১ কেজির অধিক
	প্রকৃতিতে প্রাপ্তের অধিক কিন্তু ১০% এর কম ইউরেনিয়াম-২৩৫ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম			১০ কেজি বা ইহার অধিক
৩। ইউরেনিয়াম-২৩৩	আনইর্যাডিয়েটেড <sup>খ</sup>	২ কেজি বা তদূর্ধ্ব	২ কেজির কম কিন্তু ৫০০ গ্রামের অধিক	৫০০ গ্রাম বা ইহার কম কিন্তু ১৫ গ্রামের অধিক
৪। ইরেডিয়েটেড নিউক্লীয় জ্বালানি			নিঃশেষিত বা প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম বা কম সমৃদ্ধ নিউক্লীয় জ্বালানি (nuclear fuel) (১০% এর কম ফিসাইল কন্টেন্ট)	
<p>ক- ৮০% এর অধিক আইসোটোপিক কনসেন্ট্রেশনযুক্ত প্লুটোনিয়াম-২৩৮ ব্যতীত সকল প্লুটোনিয়াম।</p> <p>খ- রিঅ্যাক্টরে উপাদান ইর্যাডিয়েটেড বিহীন অবস্থায় অথবা ইরেডিয়েটেড অবস্থায় কিন্তু এক মিটার আনশিল্ডেড অবস্থায় বিকিরণের মাত্রা ১ গ্রে/ঘণ্টা (১০০ র্যাড/ঘণ্টা) এর সমান বা ইহার কম।</p> <p>গ- প্রুডেন্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (prudent management practices) অনুসারে ক্যাটাগরি-III বহির্ভূত এবং প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের সুরক্ষা প্রদান করিতে হইবে।</p> <p>দ্রষ্টব্য: এই সারণীটি এই প্রবিধান হইতে স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে না।</p>				

## তফসিল ২

[প্রবিধান ২ (২৯) দ্রষ্টব্য]

ভোত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহের অন্তর্ঘাতের পরিণতির ক্যাটাগরিসমূহ

অন্তর্ঘাতের পরিণতির ক্যাটাগরি	অন্তর্ঘাতের পরিণতির স্কেল
(১)	(২)
I	অন্তর্ঘাতের পরিণতির ফলে নিউক্লিয়ার এবং বিকিরণের ব্যাপ্তি জনসংখ্যার ডোজ সীমা অতিক্রম করিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এক বা একাধিক প্রশাসনিক অঞ্চল বা অঞ্চলসমূহে বিস্তৃত হইতে পারে, এইরূপ ক্ষেত্রে প্রশমন এবং জনসংখ্যা ও কর্মীদের সুরক্ষার জন্য বৃহদায়তন (আন্তঃআঞ্চলিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক) জরুরি ব্যবস্থা [অন্তর্ঘাতের উচ্চ পরিণতি (high consequences)]।
II	অন্তর্ঘাতের পরিণতির ক্যাটাগরি-I স্কেলের সহিত সম্পর্কিত নহে, তবে পারমাণবিক এবং বিকিরণের ব্যাপ্তি জনসংখ্যার ডোজ সীমা অতিক্রম করিয়া নিউক্লীয় স্থাপনার বাহিরে যাইতে পারে, এইরূপ ক্ষেত্রে প্রশমন, জনসংখ্যা ও কর্মীদের সুরক্ষার জন্য সীমিত (স্থানীয়) জরুরি ব্যবস্থা প্রয়োজন [অন্তর্ঘাতের মাঝারি পরিণতি (moderate consequences)]।
III	অন্তর্ঘাতের পরিণতিসমূহ পারমাণবিক এবং বিকিরণের প্রভাবের ব্যাপ্তি কর্মীদের জন্য ডোজ সীমা অতিক্রম করিয়া অন্তর্ঘাতের-লক্ষ্যবস্তুসমূহের কক্ষ (কাঠামো) অতিক্রম করিতে পারে, তবে নিউক্লীয় স্থাপনার এলাকার বাহিরে নহে, এইরূপ ক্ষেত্রে প্রশমন এবং কর্মীদের সুরক্ষার জন্য স্থাপনার জরুরি ব্যবস্থা প্রয়োজন [অন্তর্ঘাতের অগ্রহণযোগ্য পরিণতি]।

## তফসিল ৩

## [প্রবিধান ২ (২৯) দ্রষ্টব্য]

## একটি নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহের শ্রেণিবিন্যাস

ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহের শ্রেণি [নিউক্লীয় পদার্থ এবং (অথবা) অন্তর্ঘাতের-লক্ষ্যবস্তুসমূহ]	ন্যূনতম প্রযোজ্য এলাকা <sup>*</sup>
(১)	(২)
ক্যাটাগরি-I নিউক্লীয় পদার্থ বা অন্তর্ঘাতের উচ্চ পরিণতির (high consequences) সহিত সংশ্লিষ্ট অন্তর্ঘাতের-লক্ষ্যবস্তুসমূহ [অন্তর্ঘাতের পরিণতির ক্যাটাগরি- I]	অপরিহার্য এলাকা
ক্যাটাগরি-II নিউক্লীয় পদার্থ বা অন্তর্ঘাতের মাঝারি পরিণতির (moderate consequences) সহিত সংশ্লিষ্ট অন্তর্ঘাতের-লক্ষ্যবস্তুসমূহ [অন্তর্ঘাতের পরিণতির ক্যাটাগরি- II]	সুরক্ষিত এলাকা
ক্যাটাগরি-III নিউক্লীয় পদার্থ বা অন্তর্ঘাতের অগ্রহণযোগ্য পরিণতির সহিত সংশ্লিষ্ট অন্তর্ঘাতের-লক্ষ্যবস্তুসমূহ [অন্তর্ঘাতের পরিণতির ক্যাটাগরি-III]	সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা
<p><sup>*</sup> শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুসমূহের মিশ্র অবস্থানের ক্ষেত্রে এলাকা নির্ধারণের জন্য উহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণির বিপরীতে ন্যূনতম প্রযোজ্য এলাকাটি নির্ধারণ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ক্যাটাগরি-II নিউক্লীয় পদার্থ অন্তর্ঘাতের উচ্চ পরিণতির (high consequences) সহিত সংশ্লিষ্ট অন্তর্ঘাতের-লক্ষ্যবস্তুসমূহের সহিত সহ-অবস্থিত হইলে উহাদের জন্য ন্যূনতম প্রযোজ্য এলাকা হিসেবে অপরিহার্য এলাকা নির্ধারণ করিতে হইবে।</p>	

## তফসিল ৪

## [প্রবিধান ২ (২৯) দ্রষ্টব্য]

## একটি সক্রিয় নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষার প্রধান দলিলাদির তালিকা

আইটেম নং	দলিলের নাম/উদ্দেশ্য
(১)	(২)
১।	ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্ট অনুমোদন এবং প্রবেশাধিকার (access) বা প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিধান, ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্য
২।	অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের জন্য নিয়মাবলি
৩।	ভৌত সুরক্ষা কর্মীদের নিয়ন্ত্রণের নিয়ম (গার্ড ইউনিট)
৪।	প্রবেশাধিকার (access) বা প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের নির্দেশাবলি
৫।	লক এবং কি-সমূহের (Keys) নিবন্ধন, গুদামজাতকরণ এবং পরিচালনার পদ্ধতি
৬।	নিউক্লীয় স্থাপনার সুরক্ষা পরিকল্পনা
৭।	বুটিন এবং আপদকালীন পরিস্থিতি ও নিউক্লীয় বা রেডিওলজিক্যাল জরুরি অবস্থায় ভৌত সুরক্ষা এবং নিউক্লীয় স্থাপনার কর্মীদের জন্য কর্ম পরিকল্পনা এবং পদ্ধতি
৮।	স্থানীয় বা জাতীয় জরুরি সাড়া দানকারী (responders) এবং/অথবা অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি সংস্থাসহ স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (এলইএ (LEA): পুলিশ, আনসার) এবং/অথবা সশস্ত্র বাহিনীর সহিত নিউক্লীয় স্থাপনার অন-সাইট সিকিউরিটি বিভাগের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার পরিকল্পনা এবং পদ্ধতি (plan and procedure of interaction)
৯।	প্রযুক্তিগত অবস্থার পরিদর্শন (অডিট) পরিকল্পনা এবং ভৌত সুরক্ষা সরঞ্জামের কার্যকারিতা
১০।	ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির পরিকল্পনা
১১।	আত্ম-সুরক্ষার নির্দেশাবলি
১২।	ভৌত সুরক্ষার বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্ট এবং নিউক্লীয় স্থাপনার শ্রেণিবিন্যাস এবং নিউক্লীয় স্থাপনার জন্য বরাদ্দকৃত এলাকাসমূহের [নিয়ন্ত্রিত এলাকা, সীমিত প্রবেশাধিকার এলাকা, সুরক্ষিত এলাকা এবং অপরিহার্য এলাকা] দলিলাদি
১৩।	নিউক্লীয় স্থাপনার অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন
১৪।	নিউক্লীয় স্থাপনার ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়নের উপর প্রতিবেদন
১৫।	সক্রিয় ভৌত সুরক্ষা পরিকল্পনা
১৬।	দ্বৈত-ব্যক্তি নিয়ম (two-person rule) প্রয়োগের নির্দেশনা
১৭।	ভৌত সুরক্ষা কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং যোগ্যতা পরিকল্পনা
১৮।	সক্রিয় নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষার অবস্থা সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন
১৯।	নিউক্লীয় স্থাপনায় কম্পিউটার সিকিউরিটি নীতি এবং উহার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (কম্পিউটার সিকিউরিটি প্রোগ্রাম) এবং পদ্ধতিসমূহ
২০।	সংবেদনশীল তথ্যের (তথ্য সিকিউরিটি নীতি, প্রোগ্রাম এবং পদ্ধতি) গোপনীয়তা, শুদ্ধতা ও প্রাপ্যতা রক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ নীতি, পরিকল্পনা (প্রোগ্রাম) এবং পদ্ধতিসমূহ

## তফসিল ৫

## [প্রবিধান ২ (২৯) দ্রষ্টব্য]

একটি সক্রিয় নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষার অবস্থা সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু

আইটেম নং	নাম	সাধারণ শর্তাবলি
(১)	(২)	(৩)
১।	একটি সক্রিয় নিউক্লীয় স্থাপনায় ভৌত সুরক্ষার অবস্থা সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন।	<p>(ক) ভৌত সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার সহিত সামঞ্জস্যতা সম্পর্কিত তথ্য;</p> <p>(খ) অরক্ষিত-অবস্থা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন এবং ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়নে পরিবর্তন/পরিবর্তন না থাকা সম্পর্কিত তথ্য;</p> <p>(গ) ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন এবং অভ্যন্তরীণ পরিদর্শন (অডিট) প্রতিবেদনসমূহের চিহ্নিত ফলাফল অনুসারে (ইস্যু/ সমস্যা/ লঙ্ঘন (অ-সম্মতি)/সুপারিশ) গৃহীত ব্যবস্থা/ সংশোধনমূলক পদক্ষেপের ফলাফল;</p> <p>(ঘ) বার্ষিক ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলাফল (রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি)।</p>

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

প্রকৌশলী মোঃ মোজাম্মেল হক

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

ই-১২/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,

ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd